গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুবপ্রাণ

স্মরণিকা

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুবপ্রাণ স্মরণিকা

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'

কর্মই জীবন
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
মাননীয় উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ মানিকহার রহমান
পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুগ্মসচিব

মোঃ আব্দুল আখের
পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব

মুহাম্মদ রায়হানুল হারুন
উপসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোঃ মিজানুর রহমান
উপপরিচালক (প্রকাশনা)

সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)

মোঃ জাকারিয়া জামিল
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)

প্রচ্ছদ

মোঃ নূর-ই- আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ শাহাজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

শাহনাজ আহমেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

আলোকচিত্রী

মোঃ লুৎফর রহমান
ফটোগ্রাফার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। সাহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল যুবসমাজ যে কোনো দেশের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ জাতির সকল সংকট ও ক্রান্তিকালে যুবসমাজের ছিল অনন্যসাধারণ ভূমিকা। যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ, অর্থাৎ দেশ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) ভোগ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনসহ একটি উন্নত, আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে এ জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। যুবসমাজের স্বপ্নকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুমুখী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুস্থ বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় যুব দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কর্মবিমুখতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুবসমাজই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আমি আশা করি, দেশের যুব সম্প্রদায় নিজেদেরকে দক্ষ, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। আমাদের তেজোদীপ্ত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

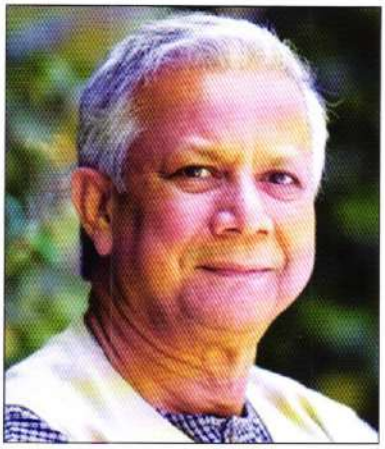

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের অদম্য যুবসমাজ জাতির প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত নতুন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুবদের স্বপ্নপূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সকল পর্যায়ের যুব ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকার প্রশিক্ষিত যুবদেরকে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যুবদের কল্যাণে যুব কল্যাণ তহবিল-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব সৃষ্টি, প্রতিভা বিকাশ, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাভারে, 'জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট'-এর কার্যক্রম বেগবান করা হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ পালনের মাধ্যমে আমরা সবাই যুবদের ক্ষমতায়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় আরও বেশি সচেতন হবো-এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে যুবসমাজের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-যুব-জনতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' এর প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমরা সাংবিধানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই; যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে, সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, কেউ তার লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার কারণে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হবে না।

যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি ও উন্নয়নের হাতিয়ার। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবক ও যুবনারী। মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ও অফুরন্ত শক্তির উৎস এ যুবগোষ্ঠী যুগে যুগে সকল অসাধ্য সাধনের রূপকার। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশজুড়ে লাগসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানপূর্বক দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে লক্ষ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে গড়ে তোলা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়কালে যুবসমাজ যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং এটার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি সুচারুরূপে পরিচালিত হবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'এর সূচক ৮.৬.১ এবং ৮.খ.১ এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আশানুরূপ সফলতা অর্জন করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯৫টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন থানায় সর্বমোট ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জন যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৫৬ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

জাতীয় যুব দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যুবদের স্বীকৃতি প্রদানসহ উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্যোগী করা ও যুবদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানো জরুরি। যুব সমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্য।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে দেশমাতৃকার প্রধান চালিকাশক্তি যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদেরকে গর্বিত করে।

যুব সমাজের জন্য যুগোপযোগী কর্মসংস্থান ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। যুবদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সী যুবদেরকে জেলা ও উপজেলায় মোট ৮৩টি ট্রেডে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহায়ক ও যুববান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের আওতায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরি, 'টেকাব' প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি "Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)" প্রল্পের আওতায় ৯ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে, যুব ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যুবঋণের সার্ভিস চার্জ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত শত-সহস্র স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম যেমন-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান, মাদকের অপব্যবহার রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা বিরোধী আন্দোলনসহ সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫১৯ জন সফল যুবক ও যুবতীদেরকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

আজকের দুনিয়া তথ্যপ্রযুক্তির নানা আলোয় উদ্ভাসিত। ভিন্নতা যোগ হয়েছে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ধরনে। তাই সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরে ঠেলে যুবসমাজকে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। যেখানে থাকবে দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধ এবং বন্ধুত্বময় পরিবেশ। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের যুবরা বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, ধর্ম-বর্ণ-জাতি-শ্রেণি নির্বিশেষে আপামর জনগণের কল্যাণার্থে দেশের সকল যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণে একটি সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আশা করি আজকের যুবদের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবাই এগিয়ে আসবেন।

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে সারাদেশে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' এর বর্ণিল উদযাপন সার্থক ও সফল হোক, এ প্রত্যাশা করি।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতিবছর ১ নভেম্বর সারাদেশে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। যুব দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যুবশক্তিকে আত্মনির্ভর করা, উদ্ভাবন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা এবং যুবদের মাধ্যমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল যুবদেরকে পুরস্কৃত করা। 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে সরকার দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় যুবদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তুলতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অত্যন্ত আন্তরিক।

বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ঠাঁই করে নিতে হলে আমাদের যুবদেরকে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দেশাভ্যন্তরে আত্মকর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাদের যুবদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

যুবদের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্স যুগোপযোগীকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অনলাইন আবেদন, ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং সংক্রান্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ও নিবন্ধিত ২৫ হাজারের অধিক যুবসংগঠনের মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা রোধ, সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনসহ দুর্যোগ পরিস্থিতিকালীন ত্রাণ সহায়তা, উদ্ধার তৎপরতা ও স্বাস্থ্য-সচেতনতা সৃষ্টিসহ স্বেচ্ছাসেবাধর্মী অসংখ্য কার্যক্রম সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ', যা গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের লক্ষ্য নির্ধারণী উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হলো। এ স্মরণিকায় যুবদের কল্যাণার্থে নিবেদিত সময়োপযোগী লেখা সন্নিবেশের জন্য লেখক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

যে সকল যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৫১৯ জন যুবক ও যুব নারীকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এবছরও সফল যুবদেরকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

যুবরা একে অপরের হাত ধরে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে অগ্রপথিকরূপে এগিয়ে যাবে, এটাই হোক যুবসমাজের জন্য আজকের প্রত্যয়। দেশব্যাপী 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' এর বর্ণিল উদযাপন সার্থক, অর্থবহ ও সফল হোক এ কামনা করি।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার বিকাশ ও ইতিহাসে টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামের আগুয়ান সৈনিক হচ্ছে যুবসমাজ। জ্ঞানমুখী, নীতিবান, সাহসী, কর্মদক্ষ ও দেশপ্রেমী আদর্শ যুবসমাজই জাতির মেরুদণ্ড। দেশের যুবসমাজকে দক্ষ, সচেতন ও কর্মঠ যুবশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

উন্নয়ন পরিক্রমায় যুবদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর দেশব্যাপী জাতীয় যুব দিবস বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। সময়ের আবর্তনে ০১ নভেম্বর ২০২৪ জাতীয় যুব দিবস আসন্ন। দিনটি দেশের আপামর যুবসমাজের কাছে অনাবিল আনন্দের ও এক অনন্য সাধারণ উৎসবমুখর দিন। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তৃণমূল হতে কেন্দ্র পর্যন্ত নানাবিধ কর্মসূচি যেমন- উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যুব র‍্যালি, আলোচনা সভা, যুব পুরস্কার প্রদান, যুব মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুবদের মাঝে ঋণ বিতরণ, আর্থিক অনুদান প্রদান, জনব্যবহার্য পার্ক/লেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, বৃক্ষরোপণ, রক্তদান কর্মসূচিসহ জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, প্রচার ও প্রকাশনা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবসের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো যুববিষয়ক স্মরণিকা প্রকাশ। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও স্মরণিকা প্রকাশ উদ্যোগের ব্যতিক্রম হয়নি। একটি সমৃদ্ধ স্মরণিকা বিভিন্ন শ্রেণির লেখক ও চিন্তাবিদদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতার ফসল, যা যুবদেরকে জাগ্রত করে, নৈতিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে। এবারের স্মরণিকাতে স্থান পেয়েছে বিশিষ্টজনদের বাণী, যুব কার্যক্রমের সাফল্যচিত্র, যুববিষয়ক গল্প, কবিতা ইত্যাদি। আশা করি, যুবরা স্মরণিকা পাঠে উপকৃত হবেন এবং অনুপ্রেরণা পাবেন। এ থেকে সুধীজন যুবকর্ম সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। বলাবাহুল্য স্মরণিকার লেখাগুলোতে প্রতিফলিত মতামত লেখকদের নিজস্ব ভাবনায় উদ্ভাসিত। যাঁরা সুচিন্তিত পরামর্শ, অনুপ্রেরণা ও দিক্‌নির্দেশনা এবং লেখা দিয়ে স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদেরকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। এছাড়া স্থানাভাবে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের লেখা স্মরণিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের কাছে এ সীমাবদ্ধতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকমিটির সকল সদস্যের সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন করতে পারার অনুভূতি সত্যিই আনন্দের। যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকার পরও আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি কিংবা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যেতে পারে। বিষয়টি সকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি। স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা সক্রিয়ভাবে ও নেপথ্যে থেকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের সন্ধিক্ষণে দেশের সর্বস্তরের যুবক ও যুবনারীকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। দেশব্যাপী 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' এর প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' যুবদের কর্ম-কুশলতা, দেশাত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক নতুন বাংলাদেশ গড়ার গৌরবোজ্জ্বল দীপ্তিতে সফল ও সার্থক হোক-সর্বাঙ্গীনভাবে এই কামনা করছি।

(মোঃ মানিকহার রহমান)
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: প্রসঙ্গ কথা	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান	১৭-১৯
২	Role of Youth Volunteer	Md. Moazzem Hossain	২০-২১
৩	আমার এখন ঘুম আসেনা	দিলগীর আলম	২২
৪	প্রেম ও ভ্রমের আবর্ত	মোখলেছুর রহমান সাইদুল	২৩
৫	যুব কর্মসংস্থান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	মোঃ আব্দুল কাদের	২৪-২৭
৬	যুব কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জসমূহ ও প্রত্যাশা	মোঃ রফিকুল ইসলাম শামীম	২৮-৩০
৭	নীলার স্বপ্ন	মোহাম্মদ শাহাব উদ্দীন	৩১
৮	যুবদের কর্মসংস্থান ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী	মোঃ হোসেন শাহ	৩২
৯	স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণ: ইকোনমিক পোভার্টি বনাম লার্নিং পোভার্টি	সাদিয়া জাফরিন	৩৩-৩৪
১০	সততা	মোঃ শাহজাহান ভূঞা	৩৫
১১	উন্নত বাংলার রূপকথা	মোঃ বোরহান উদ্দিন রিফাত	৩৬
১২	আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা	মোঃ শরীফ হোসেন শিকদার	৩৭
১৩	কবি এবং কবিতা	মোঃ আরফান আলী	৩৮-৩৯
১৪	হাকালুকি যুব সাহিত্য পরিষদ	হোসাইন আহমদ	৪০
১৫	সফল আত্মকর্মী হয়ে উঠার গল্প	শারমিন আরা রিমু	৪১
১৬	গরিবের শিশু	শামিম আহম্মেদ	৪২
১৭	প্রিয় ছোটবেলা	মোসাঃ আফিফা ফারহানা দীনা	৪৩
১৮	প্রথম প্রয়াস - জয়িতা	ছুমাইয়া জাহান	৪৪
১৯	যুব কার্যক্রমের অ্যালবাম		৪৫-৬৬

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: প্রসঙ্গ কথা

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুবরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগুনো এবং লক্ষ্যে পৌছানো যৌবনের সহজাত প্রবৃত্তি। যুবরা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও অমিত শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজ। তাদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি।

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি যুব কার্যক্রমে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জীবনদক্ষতা শিক্ষা ও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২২ হাজারের অধিক যুবসংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচিসহ যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকের অপব্যবহার রোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে যুবদেরকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন: বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন: জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো: মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৬ জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ ৫০৫টি উপজেলা কার্যালয় রয়েছে।

প্রশিক্ষণ: বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশের বাস্তবতায় যুবদের জন্য তথ্য প্রযুক্তিসহ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুববান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প' এর আওতায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরি, 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)' প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি 'Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট)' প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম: কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল হতে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৪ থেকে ৬টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম ও ২য় দফায় যথাক্রমে ৩০ হাজার ও ৪০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ৫.০০ লক্ষ টাকা হারে ৫০৫টি উপজেলায় উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবঋণের সার্ভিস চার্জ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। যুবঋণের গড় আদায় হার ৯৫.৮৭%। এছাড়া কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংক এর সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করেছে।

আত্মকর্মী সৃজন: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুবনারী তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করছে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এ কর্মসূচির আওতায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যুব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন: 'জাতীয় যুবনীতি' প্রণয়নপূর্বক 'ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান' প্রকাশিত হয়েছে ও 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা এবং যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ও যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

অধিকতর কর্মকৌশল: যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে– (১) প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী বছরভিত্তিক প্রণয়ন ও অনুসরণ (২) সকল শ্রেণির যুবদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা অনুসরণ (৩) ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং (৪) অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া (৫) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে এটুআই এর সহযোগিতায় ক্যাটারিং কোর্স ও ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স চালুর উদ্যোগ (৬) প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী, যুবঋণ গ্রহীতা ও যুব সংগঠকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন (৭) অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন এবং (৮) অ্যাক্রিডিটেশন/স্টান্ডার্ডাইজেশন অব ট্রেনিং কোর্স।

জাতীয় যুব দিবস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস দেশব্যাপি উদযাপন করা হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবত ৫১৯ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে ২০ জন সফল যুবকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাতীয় যুব দিবসের অন্যতম অনুষঙ্গ যুবমেলা এক সপ্তাহব্যাপী প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুব উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

যুব সংগঠন নিবন্ধনকরণ ও অনুদান: যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলছে। এ পর্যন্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ও বিধিমালার এর আলোকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৭৪৩৮টি যুবসংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫১৮টি যুব সংগঠনকে মোট ৩৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিয়মানুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল: যুবসমাজের মাঝে নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং যুবদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টির মধ্যে ১,৩,৪,৮ ও ১১ অভীষ্টগুলোর সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। তন্মধ্যে অভীষ্ট ৮-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে নিয়োজিত। সূচক ৮.৬.১ অনুযায়ী দেশের ১৫-২৪ বছর বয়সসীমার যুব জনগোষ্ঠীর মধ্যে NEET (Not in Education, Employment or Training) জনসংখ্যাকে (ভিত্তিবছর ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ২৮.৮৮%) ২০২৫ সালে ১২% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যুব কার্যক্রম অগ্রগতির তথ্যকণিকা:

কার্যক্রম	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অর্জন
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৭১,৮৩,২৭৬ জন
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২৪,৩৩,৭৫৬ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
যুব ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২৫৬০৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা
যুব ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৭৫,০৬৯ জন
যুব কল্যাণ তহবিল হতে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	৩৬৩৫.২৬ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৬,৫১৮ টি
নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৭,৪৩৮ টি
তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৪৫৮ টি
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫১৯ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪,৮৭৬ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে আত্তীকরণের সংখ্যা	১০৫৭ জন
নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৭ জন
পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৯৭ টি
পদোন্নতির সংখ্যা	৭২৬ জন
নিয়োগের সংখ্যা	৫৭৩৬ জন

সামগ্রিক তথ্য-চিত্র অনুসারে যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথা সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য দিনে দিনে ব্যাপকতর হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ জুলাই ও আগস্ট ২০২৪ এ সংঘটিত সফল গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি।

মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

Role of Youth Volunteers

Md. Moazzem Hossain

Prelude

Youth volunteering is viewed as providing an important experience for young people to engage with their communities and the issues they care about while enhancing their personal development. Learning to lead through volunteering often creates a pathway to employability and social entrepreneurial activities. Young volunteers are increasingly vocal in what they think about the world and how they want things to change. It is an important priority to channel the energy, passion, and commitment of young volunteers into leadership roles to sustain and grow the volunteer effort. A youth with good health and high education having a strong and positive mentality may be the best bolstering in the way of volunteerism. However, youth volunteers in a particular community can play a vital role in accelerating continuous development and progress of the country. They have different roles to play based on the country's visions, SDG, and other national plans and documents, and henceforth they can render the activities outlined and focused below.

Building networking

Youth volunteering organizations or clubs can build networking among themselves while rendering humanitarian activities in a certain geographical location or their own community. Then it would be easier and better for them to exchange views and expertise in time of operating activities. They may share ideas and expertise as and when they face any sort of limitations or challenges.

Find out gaps of development

Youth volunteers if they want can find out the gaps or inconsistencies of development in the community and can do research work for empirical development through catering recommendations giving out the insights.

Focus on Government priorities

Youth volunteering organizations can work with the government works that are of high priority for overall development, for instance, women empowerment, habitations for landless people i.e Ashrayon Project, electricity for all, social safety network program, community clinic and child development, investment enhancement, rural saving bank, reservation of environment, education facilitating, safe drinking water, renewable energy, digital Bangladesh and building of smart Bangladesh etc.

Awareness campaign

Youth volunteering clubs or organizations can play a significant role against social ills or social superstitions raising social awareness like dowry, drug abuse and drug trafficking, human trafficking, child labor, early marriage, eve-teasing, gender disparity and violence, environmental pollution, food adulteration, depletion of forests, unwise throwing of polythene in the roadside and drain, dumping garbage and litter in the canal, river and sea, and what not. The youth volunteers can also come forward to be a great help in eliminating poverty, hunger, unemployment, illiteracy, and healthcare for the pauper and poor. Provide TVET skills and knowledge for the disadvantaged and the vulnerable.

Gender mainstreaming

We, the people living on earth, cannot think of our sustainable and uniform development without gender mainstreaming. Women make up of more than half of our total population whose participation in the economy is crucial to navigate the journey of development. To execute the gender mainstreaming youth can play roles as vanguard in the rapid changing society so as to uphold their rights and responsibilities.

Run career counseling and launching of TVET

The volunteer youth organizations in their communities can provide skills and knowledge for career counseling to the youths longing for job and/ or developing entrepreneurship. They can teach and share the unique idea on writing CV in relation to access competitive job market. In order to alleviate poverty youth volunteerism can promote TVET skills and knowledge to the disadvantaged people for their livelihood.

Humanitarian Services

Youth in line with volunteerism can serve for humanity like supplying food, drinks, books, clothes, medicine and sanitation, PPE to protect against viruses for distressed people. Volunteer youth organizations can also provide mental health support apart from counseling them.

Role to combat Climate change/ Global warming

Youth volunteerism in the field of global warming /climate change is a buzzword across the globe. Lots of contributions may launch in this arena through doing work and creating awareness among people.

Like other vulnerable countries in terms of climate change our beloved country Bangladesh is under great threat of climate change and consequently the Southern coastal part of the country will go down to the Sea-water. Youth volunteer organization can take special steps for planting trees, make aware of the devastating effect of climate change. Moreover, they can provide livelihood skills for their survival.

Conclusion

We can, in fine, say that volunteer youth clubs/organizations can have a wide range of fields where they can play their pragmatic and useful role in mitigating the sufferings and pains of the vulnerable and the disadvantaged people to boost sustainable and resilient development in the country. They can also work for utilizing the Demographic Dividend. The work of the youth volunteers should be impartial, imperative, and liberal to achieve overall development instead of gaining the narrow interests of a vested group. In society, we can no way to deny or refuse the contributions of the youth volunteers rendering in almost every sphere of life. They need to have appropriate skills, knowledge, experience, and education along with good health and wealth apart from maintaining coordination and liaison with the local administration as a whole. Last but not least, National Youth Development Institute located at Savar in Dhaka under the Ministry of Youth and Sports can provide the youth volunteers in terms of diploma courses, Ph. D, and necessary skills in this regard.

Deputy Director, Department of Youth Development, Cox's Bazar

আমার এখন ঘুম আসেনা

দিলগীর আলম

কার্ণিসে যে ডাকতো দোয়েল তার ঠোঁটটা রক্তে মাখা,
গাছের ফুল, গাছের পাতা, রক্তে ভেজা গাছের শাখা!
নদীর জলে তাকিয়ে দেখি জল রং তার লাল টকটক,
ঝর্ণার জল আসছে ধেয়ে মরণ ঘোড়া লাল টগবগ।
বাতাস ভারী গন্ধ আসে লাল টকটক রক্ত লাশের,
মায়ার ঘর হয়েছে বিরান, ঝুর-ঝুর-ঝুর রক্ত---তাসের।
আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি তার রঙটা রক্ত বরণ,
জমিন ধূলায় যেই নামি হায়, লাল হয়ে যায় আমার চরণ!
ডানে তাকাই, বায়ে তাকাই, এদিক-ওদিক ভয় আবেশে,
আমার এখন ঘুম আসেনা, চোখ বুঁজলে রক্ত ভাবে!

বুকের ভিতর তৃষ্ণার মরু, এক ছেলের ডাক লাগবে পানি,
তার বুকেতে ছুড়লো গুলি উছলে চোখ-কলসখানি।
একটি ছেলে শ্বাস নিতে হায়, যেই মেলেছে হাত দু'খানা
হুস করে তার বিঁধলো বুকে সর্বনাশের বুলেটখানা!
লাশের উপর লাশ ওঠায় কে ভ্যানগাড়িতে বস্তা ছুঁড়ে,

ছাত্র আছে, ছাত্র আছে, নাড়ছে কড়া---আস্তাকুঁড়ে!
মায়ার বদন একযে কিশোর রিকশায় ঝুলে পা-দানিতে,
স্বাধীন দেশে কার ছেলে হায়, কোন পুলিশের, কে জানিতে!
যান থেকে কার ফেললো লাশ, তার বুক যে কাঁপছে শ্বাসে,
আমার এখন ঘুম আসেনা, চোখ বুজলে রক্ত ভাসে

তোরকে আছিস রে ভাই, কার ছেলে নাই বলতো দেখি!
তোরকে আছিস রে ভাই, কার বোন নাই বলতো দেখি!
সমনদের ঐ পোক্ত মোহে কার বুকে কে চালায় গুলি?
ক্রীড়নকের খপ্পরে হায় কে উড়ায় কার মাথার খুলি?
ছাত্রনামের যে প্রাণটি, তার বাড়ি কী মঙ্গল দেশে?
পুলিশ নামের যে জীবটি তার বাড়ি কী শনির দেশে?
আমজনতা রাস্তায় যারা তারা এসেছে বানে ভেসে?
এর বাহিরে কে আছে ভাই সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশে?
আমার এখন ঘুম আসেনা চোখ বুঁলে রক্ত ভাসে!

আমার এখন ঘুম আসেনা চোখ বুঁজলে রক্ত ভাসে!
চোখ মেলে যেই তাকাই আমি অমানিশার নক্ত আসে!

উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী

প্রেম ও ভ্রমের আবর্ত

মোখলেছুর রহমান সাইদুল

কতদিন বিশ্বাসে
অন্তহীন পথ হেঁটেছি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
শহরে
গ্রামে
পাহাড়ে
রাষ্ট্র সীমানার বাইরে।
বিরাণ ভূমিতে আঁকাবাঁকা পথে
কতকাল খুঁজেছি
হারানো স্বপ্নের সময়
মহাকালের গহ্বরে।
একটি আগুনজ্বালা ফাগুনের দ্বিপ্রহরে
অনন্তকাল প্রতিক্ষিয়া থাকা সেই ক্ষণকাল এলো সন্তর্পণে।
প্রেম ও ভ্রম একাকার হয়ে ভালবাসার স্পর্শ তোমাকে কাঁদালো আরেকটি
স্বপ্নের চারা প্রোথিত হলো
আমার বিবর্ণ বাগানে।
আবেগের অশ্রুভেজা দ্বিপ্রহরে তুমি বললে অস্ফুটস্বরে
"মোহ ভাঙলে চলে যেয়ো বহুদূরে"।

উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নরসিংদী

যুব কর্মসংস্থান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ আব্দুল কাদের

বাংলাদেশে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যুব বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যুব কর্মসংস্থানের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১। যুব বেকারত্বের হার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের শেষদিকে বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের (স্নাতক পাশ) সংখ্যা ছিল প্রায় আট লাখ। বিবিএসের ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপে বলা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের হার এখন ১২%। সংখ্যার বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বেকার বসে আছেন প্রায় আট লাখ পুরুষ। ২০১৬-১৭ সালে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ১১.২%। আগের তুলনায় বর্তমানে দেশে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেড়েছে। বিবিএসের জরিপের তথ্যমতে, ২০২২ সালের উচ্চশিক্ষিত বেকারদের মধ্যে নারী ছিল প্রায় ১৯%। অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার তুলনামূলক কম।

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, মাধ্যমিক পাশ করা ব্যক্তিদের মধ্যে ২.৮২% বেকার। অন্যদিকে,উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ব্যক্তিদের মধ্যে বেকার ৪.৯৪%। সব মিলিয়ে ২০২২ সালে দেশে বেকারত্বের হার ৩.৫৩%। বিবিএসের হিসাব অনুসারে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকেও ২৫ লাক্ষ ৯০ হাজার বেকার ছিল। সেই হিসাবে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমানে বেকারের হার ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, যা ২০২৩ সালের গড় বেকারের হারের চেয়ে কিছুটা বেশি। ২০২৩ সালের গড় বেকারের হার ছিল ৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

বাংলাদেশে যুব বেকারত্বের হার এখনও অনেক বেশি। বিশেষত ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবদের মধ্যে এই হার উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশই যুবসমাজ, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে না, যা দেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) প্রতিবেদন অনুযায়ী,বাংলাদেশে যুব বেকারত্বের হার প্রায় ১০% এর কাছাকাছি, যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

২। শিক্ষিত বেকারত্ব

দেশের অনেক যুবক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও তারা উপযুক্ত কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। এই "শিক্ষিত বেকারত্ব" একটি বড় সমস্যা, কারণ অনেক শিক্ষিত যুবক চাকরি না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রসার

বাংলাদেশে অনেক যুবক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে, যেখানে তারা ন্যায্য বেতন, কর্মসংস্থান সুবিধা এবং সামাজিক সুরক্ষা পায় না। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা কর্মীদের শ্রমের স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া হয় না। যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে ব্যর্থ।

৪। চাকরির বাজারে দক্ষতার অভাব

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বড় চ্যালেঞ্জ হলো যুবকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব। শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতে যে ধরনের দক্ষতা চাওয়া হচ্ছে, সেই দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার মিল নেই। ফলে অনেক চাকরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিক দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

৫। স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা উদ্যোগ

একদিকে যেমন যুব বেকারত্ব একটি সমস্যা, অন্যদিকে তরুণ উদ্যোক্তাদের একটি ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক তরুণ এখন স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করছে এবং প্রযুক্তি, ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল প্যাটফর্মে কাজ করছে। যদিও এটি একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, তবে স্টার্টআপগুলির জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

৬. ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং

বিশ্বব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের যুবসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং আয়ের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। বিশেষ করে আইটি এবং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মতো সেক্টরে অনেক যুবক কাজ করছে। তবে, এই খাতে স্থায়ী আয়ের নিশ্চয়তা এবং অন্যান্য সুবিধা কম থাকায় এটি একটি সীমাবদ্ধতা।

৭। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যুবসমাজের কর্মসংস্থান বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকারের যুব ঋণ প্রকল্প এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ বিভিন্ন ঋণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুবদের নিজস্ব উদ্যোগে কাজ শুরু করতে সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া, স্কিলস ফর এমপাওয়ারমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) এর মাধ্যমে যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

৮। প্রবাসী কর্মসংস্থান

অনেক যুবক প্রবাসে কাজের জন্য যাচ্ছে। প্রবাসে কাজ করা বাংলাদেশি যুবরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে তারা অদক্ষকর্মী হিসেবে কাজ করছে, যা তাদের আর্থিক সুরক্ষার অভাব তৈরি করে।

৯। মহামারীর প্রভাব

কোভিড-১৯ মহামারী বাংলাদেশের যুবকর্মসংস্থানে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেক যুবক চাকরি হারিয়েছে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুনরুদ্ধার এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

যুবদের জন্য সম্ভাবনাময় খাত সমূহ: শিক্ষিত বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যুব বেকারত্ব দূরীকরণে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা জরুরি, কারণ পরিবর্তিত বিশ্বে কর্মসংস্থানের ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, গ্লোবালাইজেশন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের কারণে বিভিন্ন নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে যা বাংলাদেশের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। নিচে কিছু সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

আইসিটি খাত বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র। ই-কমার্স, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট,অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডিজাইনিং এবং ডেটা সায়েন্সের মতো ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ফ্রিল্যান্সিং ও আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের যুবসমাজ বৈশ্বিক বাজারে কাজ করছে এবং এর সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান।

২. ডিজিটাল মার্কেটিং

ডিজিটাল মার্কেটিং বর্তমান সময়ে একটি দ্রুতবর্ধমান ক্ষেত্র। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা প্রচারের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে। সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (SEIP), কনটেন্ট মার্কেটিং এবং ইমেইল মার্কেটিংয়ের মতো সেক্টরে দক্ষতা অর্জন করে যুবরা কর্মসংস্থান পেতে পারে।

৩. রোবোটিক্স ও অটোমেশন

বিশ্বব্যাপী অটোমেশন এবং রোবোটিক্সের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে। শিল্পখাতে অটোমেশন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রোবেটিক্সের ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের যুবদের এই খাতে দক্ষতা অর্জন করলে তারা আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করতে পারবে।

৪. নবায়নযোগ্য শক্তি

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদনে যুবদের প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এই খাত দেশের ভবিষ্যৎ শক্তি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

৫. স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগ

বাংলাদেশে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্টআপ সংস্কৃতি বেশ সম্ভাবনাময়। প্রযুক্তি, ই-কমার্স, খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, এবং পরিবহন সেক্টরে স্টার্টআপ তৈরি করে যুব নিজেরাই কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। উদ্যোক্তা উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা যুবকদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করবে।

৬. ই-লার্নিং এবং অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা

ই-লার্নিং বা অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা যুবদের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শিক্ষকতা, কোর্স ডিজাইনিং এবং শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যান্টগুলোতে কাজের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর পর অনলাইন শিক্ষার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই খাতটিও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৭. পর্যটন ও আতিথেয়তা

বাংলাদেশের পর্যটন খাত একটি বিশাল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। পর্যটন শিল্পের সুষ্ঠু উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের আতিথেয়তা পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাতে ট্যুর গাইড, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইভেন্ট প্ল্যানিং এবং রিসোর্ট ব্যবস্থাপনার মতো কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

৮. গ্রাফিক ডিজাইন ও অ্যানিমেশন

গ্রাফিক ডিজাইন এবং অ্যানিমেশন বর্তমান যুগে একটি ক্রমবর্ধমান সৃজনশীল খাত। ভিডিও এডিটিং, থ্রিডি মডেলিং এবং অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত যুবকদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞাপন, সিনেমা, গেমিং, এবং বিনোদন শিল্পে।

৯. কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ, তবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নতুন উদ্ভাবন ও উদ্যোগ তৈরি হচ্ছে। অর্গানিক ফার্মিং, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, এবং কৃষি-প্রযুক্তি স্টার্টআপের মাধ্যমে যুবরা কৃষি খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

১০. ব্লক-চেইন ও ক্রিপ্টোকারেন্সি

ব্লক-চেইন প্রযুক্তি ও ক্রিপ্টোকারেন্সি বর্তমানে উদীয়মান ক্ষেত্র। ফিনটেক খাতে ব্লক-চেইন ভিত্তিক বিভিন্ন সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্লক-চেইন ডেভেলপমেন্ট, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডেভেলপমেন্টের মতো কাজে দক্ষতা অর্জন করলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

১১. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তি

স্বাস্থ্য খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেলিমেডিসিন, স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে কাজ করার জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটালাইজেশন, মোবাইল অ্যাপের সাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুবরা কাজ করতে পারবে।

১২. গেম ডেভেলপমেন্ট ও ই- স্পোর্টস

গেমিং এবং ই-স্পোর্টস শিল্প বিশ্বব্যাপী বিশাল কর্মসংস্থান তৈরি করছে। গেম ডেভেলপমেন্ট, গেম ডিজাইন এবং প্রফেশনাল গেমিং এ অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে যুব সমাজ এই খাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

১৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহার

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার,ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং জৈব বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের মতো কাজে যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশের সুরক্ষার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে।

১৪. এগ্রোবিজনেস এন্ড ফুড প্রসেসিং

- কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে এগ্রোবিজনেস এবং ফুড প্রসেসিং সেক্টরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়ছে।
- বিশেষ করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষিতে অনেক যুবক যুক্ত হচ্ছে।

১৫. ক্রিয়েটিভ মিডিয়া এবং এন্টারটেইনমেন্ট

- ফিল্ম, ফ্যাশন, ডিজাইন, অ্যানিমেশন এবং গেমিং সেক্টরে অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরের কাজের সুযোগ তরুণদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়।

উপসংহার

যুব বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য শুধু ঐতিহ্যবাহী খাতের ওপর নির্ভর না করে নতুন এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার স্টার্টআপ উদ্যোগ এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মতো ক্ষেত্রে সঠিক বিনিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজকে আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ করে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশে যুবদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকলেও সম্ভাবনাও প্রচুর। সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন, সরকারি ও বেসরকারি সমর্থন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি উন্নত করা সম্ভব। দেশটির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে যুবসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাগেরহাট

যুব কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জসমূহ ও প্রত্যাশা

মো: রফিকুল ইসলাম শামীম

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। চব্বিশের এই গণঅভ্যুত্থানে দেশের যুব সমাজ তাদের অদম্য শক্তির পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। একদলীয় শাসন, মানবাধিকার লংঘন, বাকস্বাধীনতা খর্ব, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও কর্মসংস্থানের অভাব এসব বিষয়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভে সাধারণ জনতাও ছাত্র-যুবসমাজের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ফলে স্বভাবতই সবারই অনেক প্রত্যাশা রয়েছেএ সরকারের নিকট। এজন্য সামনে অনেক চ্যালেঞ্জপূর্ণ কঠিন পথ সরকারের সামনে। বিশেষ করে বৈষম্যহীন একটি আধুনিক রাষ্ট্রগঠন ও সংস্কারের নানা অঙ্গিকার রয়েছে সরকারের, যেখানে যুবসমাজের প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি। কারণ তাদের কর্মসংস্থানের অভাবসহ ভেতরের নানা ক্ষোভ, বৈষম্য ও দাবী দাওয়া নিয়েই এই আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিজয়ের মাধ্যমে সফল সমাপ্তি।

বাংলাদেশ এখন জনমিতিক সুবিধার সময়কাল (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) পার করছে। ফলে নতুন দেশ গঠনে যুব সমাজের গুরুত্বও সবচেয়ে বেশি। কারণ জনমিতিক এই সুবিধা আমাদের কাজে লাগানোর নতুন করে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এই গণঅভ্যুত্থানে । মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ছাত্রদের অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন '... ছাত্ররাই আমার প্রাথমিক নিয়োগকর্তা।' এ কথা থেকেই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নিকট যুব সমাজের গুরুত্ব নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়।

সত্যিকার অর্থে দেশ গঠনে যুব সমাজের মধ্যে নতুন ধারার এক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই জাগরণকে যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে বিশ্ব মঞ্চে স্বনির্ভর জাতি হিসেবে নিজেদের সাফল্যের জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। দেশের বিশাল যুব জনগোষ্ঠী অতীতের নানা রাজনৈতিক উন্নয়নের কথামালা শুনে আসলেও বাস্তবে যুব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব লাভ করেনি। প্রতিবছর প্রায় ২৬ লক্ষ কর্মপ্রত্যাশী শ্রমশক্তি দেশের শক্তিতে যোগ হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী তারা তাদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পায় না। হয়ে পড়ে হতাশ। ফলে বেকারত্ব নামক অভিশাপ মুছে বাঁচার প্রত্যয়ে মৃত্যু ঝুঁকি নিতেও তারা দ্বিধা করে না। দেশের ভেতর কিছু করতে না পেরে অবৈধপথে বিদেশ পাড়ি দিতে গিয়ে সমুদ্রেই সলিল সমাধির শিকার হয়ে থাকে অনেকে। কত বাবা-মায়ের বুক এভাবে খালি হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যানও জানা সম্ভব হয় না। এমন দুঃসংবাদ অহ-রহই আমাদের সংবাদ মাধ্যমে চোখে পড়ে। একটি দেশের অর্থনীতির মূলশক্তিই হলো সবচেয়ে কর্মক্ষম যুব সম্পদ। একটি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর থাকার চেয়েও অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাষ্ট্রের সুনাগরিক ও দক্ষ যুব সম্পদ। শুধু অর্থনৈতিক নয় একটি রাষ্ট্রের দুর্দিনে যুব সমাজই জীবন দিয়ে দেশ-জাতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসে, তার প্রমাণ চব্বিশেই আমরা দেখেছি। সারা বিশ্বে জেন-জি প্রজন্মের নেতৃত্বে একটি গণঅভ্যুত্থান প্রথম সংঘটিত হয়েছে আমাদের দেশেই ('উইকিপিডিয়া'২৪)।

এনইইটি (NEET) যুবগোষ্ঠী

আমরা জানি, দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই যুব। এরমধ্যে এখনো বিপুল সংখ্যক যুব, যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছর কোনো প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের আওতার বাইরে রয়েছে, এই জনগোষ্ঠীকে সংক্ষেপে এনইইটি (NEET- Not in Education Employment or Training) বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই হার অনেক বেশি অর্থাৎ শতকরা ৩৯.৮৮ শতাংশ। বাংলাদেশের এই হার বৈশ্বিক হারের প্রায় দ্বিগুণ। বিশ্বে গড় এনইইটি জনগোষ্ঠী শতকরা ২১.৭ ভাগ। (ILO: ২০২৩) দি জাপান টাইমের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে গড়পড়তা শতকরা ৪০ ভাগ যুব এখনো লেখাপড়া, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে। আইএলও এর তথ্য অনুযায়ী ১৫-২৪ বছর বয়সী শ্রমশক্তির শতকরা ১৫.৭ ভাগ এখনো বেকার, যা বিশ্বের গড় বেকারত্ব হারের (১৩.৮%) এর চেয়ে বেশি। এমনকি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে যুব বেকারত্বের হারের (১৪.১) এর চেয়েও বেশি। তবে বাংলাদেশে এনইইটি জনগোষ্ঠী ২০৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

যুব উন্নয়ন ইনডেক্স (ওয়াইডিআই)

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ওয়াইডিআই) যুব কার্যক্রমের জন্য প্রতিটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুব উন্নয়নে সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য গবেষক, নীতি নির্ধারক এবং যুব সমাজের জন্য এটি একটি মূল্যায়ন টুল। এই পদ্ধতি দ্বারা বৈশ্বিকভাবে যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, জীবনমান উন্নয়নে সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিকভাবে

স্থিতিশীল,অর্থনেতিকভাবে টেকসই এবং আইনগতভাবে সহায়ক পরিবেশে তাদেরকে অবদান রাখতেও সক্ষম করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলে যুব সমাজ সক্রিয় নাগরিক হিসেবে নিজদেশে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। ২০২৩ সালে গ্লোবাল ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স দ্বারা (ওয়াইডিআই) ১৮৩টি দেশের যুব উন্নয়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। ৫৬টি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের ৫০টি দেশসহ মোট ১৮৩টি দেশের যুব উন্নয়ন অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে মূলত যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের ৬টি বিষয় কভার করা হয়ে থাকে : যেমন শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সুযোগ সমতা ও অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অংশগ্রহণ। ২০২৩ সালে ওয়াইডিআই অনুযায়ী বিশ্বের টপ র‍্যাকিং দেশ হিসেবে আছে সিঙ্গাপুর। এরপরেই আছে ডেনমার্ক, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড ও স্লোভানিয়া। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শুধুমাত্র পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ওপরে আছে। এ থেকে বুঝা যায়, যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে আমরা এখনো অনগ্রসর অবস্থায় আছি। অনেকটা ধীর গতিতে চলছে। বিগত ১২ বছরে বৈশ্বিকভাবে (২০১০-২০২২), গড় ওয়াইডিআই সূচক ২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবও এক্ষেত্রে পড়েছে। কিন্তু তারপরও আমাদের অবস্থান আশানুরুপ পর্যায়ে নেই। ওয়াইডিআই দ্বারা মূলত বিশ্বের ১.৮ বিলিয়ন যুব সমাজের জন্য যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুব সমাজের অবস্থান, তাদের অবদান, অবদানের স্বীকৃতি ও সহায়তার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অর্জনকে সহায়তা করে। বিশেষ করে পলিসি নির্ধারণ ও যুবদের নিয়ে গবেষণার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেন-জি প্রজন্ম ও প্রত্যাশা

জেন-জি প্রজন্ম বলতে বর্তমানে যাদের বয়স ১২-২৭ বছরের মধ্যে অর্থাৎ যাদের জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে। আমেরিকার একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মকে জেন-জি বলা হলেও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের একই প্রজন্মকে বুঝাতে বর্তমানে প্রায়ই এই শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা হল প্রকৃত প্রথম ডিজিটাল নেটিভ জেনারেশন। এদের অধিকাংশই স্ট্রিমিং কন্টেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক জনপ্রিয়তার সময় বেড়ে ওঠেছে। তাই এদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড ইন্টারনেট নির্ভর। তাদের শব্দচয়ন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, ড্রেস আপ ও ভাষা প্রয়োগ আগের প্রজন্ম থেকে ভিন্ন। এরা কথা বলতে ভয় পায় না। প্রতিবাদ করতে জানে, আমাদের চব্বিশের লড়াইয়ে আত্মত্যাগ ও জীবন দিয়ে লড়াই করে তারা অভ্যুত্থান সফল করে, নতুন স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আন্দোলনে বিভিন্ন স্লোগান ও পরবর্তীতে তাদের আঁকা নানা গ্রাফিতিতেও তারা তাদের স্মৃতিকে ভিন্ন ক্যালিওগ্রাফিক দৃশ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জেন-জি প্রজন্মের দুইজন বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা পরিষদেও নিজেদের যোগ্যতায় স্থান করে নিয়েছেন। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় জানা গেছে,বাঁধা-ধরা চাকরির চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার বিকাশে তাদের আগ্রহ বেশি। সমীক্ষা মতে শতকরা ৭৬ জনই কারও অধীনে কাজ ও কর্মজীবনে আগ্রহী নয়। বেশিরভাগই নিজেই নিজের বস হতে চান। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সব সময়ই যুবদের চাহিদা বিবেচনায় কাজ করে থাকে। জেন-জি প্রজন্মের প্রত্যাশা পূরণে তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশিদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফ্রিল্যান্সিং পেশায় বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয়।

বেকারত্বের চিত্র

দেশে যুব সমাজের বেকারত্ব দূরীকরণ অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তির সর্বশেষ ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার। এই সংখ্যার মধ্যে কাজে আছেন ৭ কোটি ৪ লাখ ৭০ হাজার জন। দেশে বাকি কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮০ হাজার। ২০২৩ সালের ৪র্থ কোয়ার্টারের তথ্যানুযায়ী বেকার জনগোষ্ঠির জনসংখ্যা ২৩ লাখ ৫০ হাজার। তবে বেকারত্বের এই হিসাবের পদ্ধতিগত মত নিয়ে অনেকের দ্বিমত আছে। অন্যদিকে আইএলও'র হিসাব অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা তিন কোটি। দেশে যুব সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশ আর্থসামাজিক ঝুঁকির মধ্যে দিনাতিপাত করছে। বৈষম্য আর গুণগত শিক্ষার অভাবে ৭৮ শতাংশই মনে করেন পড়াশুনা শেষে তারা চাকরি পাবেন না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ৬৬ শতাংশই বেকার থাকেন বলে বিআইডিএস-এর গবেষণায় জানা গেছে। গরীব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশই মনে করেন চাকরি পাবেন না। এতে বুঝা যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, নেতৃত্ব বিকাশ, যুব উদ্যোক্তা তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান মহোদয় ঢাকার একটি গোলটেবিল আলোচনায় বলেছেন, " আমরা বছরে প্রায় তিন লাক্ষ লোককে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকি। অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় আসে আরো এক থেকে দুই লাক্ষ"। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে EARN: Economic Acceleration and Resilience for NEET Project নামক নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় নয় লাক্ষ এনইইটিভুক্ত যুবনারী ও যুবককে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ এবং ২০ লক্ষ যুব পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী করা হবে। এছাড়া ৫ হাজার ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন এবং ২৫ হাজার যুবকে অনলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ যুবকে ৬ মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং দেওয়া হবে। কর্মপ্রত্যাশি যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি ও ৪২টি অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। জুন'২৪ পর্যন্ত ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন' ২৪ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭ শত ৫৬ জনকে আত্মকর্মসংস্থান সৃজন করা হয়েছে । ২৩-২৪ অর্থবছরে যানবাহন চালনা প্রকল্পে ৬৪০০ জন এবং ফ্রিল্যান্সিং কোর্সে ১২৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও যানবাহন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে ৬৪ জেলায় আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিষয়ে দক্ষতামূলক আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুবদের স্বাবলম্বি করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ ও করণীয়

এখনো আমাদের যুব সমাজের প্রধান সমস্যা দক্ষতার অভাব। এই কারণে দেশ ও বিদেশে যুব সমাজের অনেকেই কাজ পায় না। পেলেও ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হয়। অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে যারা বিদেশগামী হতে চায় তারাও অনেক সময় নিজেদের উপযুক্ত দক্ষতা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েই বিদেশ চলে যায়। ফলে দেশ কাঙ্ক্ষিত রেমিট্যান্স থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে কর্মপ্রত্যাশীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মুখের চ্যালেঞ্জ এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। একদিকে জনমিতিক কারণে যুবদের আধিক্যের সুখবর যেমন আছে অপরদিকে অর্থনীতির জন্য এই সুযোগ কাজে লাগানোর কঠিন চ্যালেঞ্জও আমাদের সামনে। যদি এই বিপুল সংখ্যক যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা না যায়, তবে তা হবে আমাদের অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত। দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের ক্ষেত্র তৈরি, বিদেশি ভাষায় জ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের বড় চ্যালেঞ্জ এখন আমাদের সামনে। আমাদের প্রশিক্ষণগুলোকে তাই জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। এর কোনো বিকল্প নাই। এছাড়া বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যুবদের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট দেশের ভবিষ্যত বিনির্মাণের বিনিয়োগ। অথচ দেশের যুব কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটি। বর্তমানে আমাদের মোট জাতীয় বাজেটের শুন্য দশমিক ২৭ শতাংশ বাজেট যুব ও ক্রীড়া বাজেটের জন্য বরাদ্দ। এক্ষেত্রে যুবদের জন্য বাজেট বৃদ্ধি ও পৃথক যুব বাজেটের দাবি দীর্ঘদিনের। বাজেট প্রণয়নে যুবদের মতামত গ্রহণও আবশ্যক। আর মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় অংশই হলো যুব সমাজ। যুব সম্পদের উন্নয়নে বিনিয়োগ মানেই একটি দেশের ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। যুব সম্পদ খাতে বিনিয়োগই শুধুমাত্র যুব সমাজের ভবিষ্যতকে দেশের স্বার্থে গড় তুলতে পারে। নামমাত্র ও লোকদেখানো যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগানো যাবে না। মনে রাখতে হবে যুবরাই আমাদের শক্তি। তাই ভবিষ্যৎ দেশ গঠনে যুব সমাজকে উন্নয়নের শক্তিতে রুপান্তরিত করা আবশ্যক।

উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

নীলার স্বপ্ন

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দীন

দু'টো সন্তান রেখে করোনায় মারা গেল মজিদ। নির্বাক নীলা। সন্তান দু'টোকে মানুষ করবে কিভাবে সারাক্ষণ এ দুশ্চিন্তা তার মাথায়। চার জনের সংসার। সেখান থেকে রোজগারের মানুষটিও নাই হয়ে গেল।

মজিদ বাজারে ছোট্ট পান দোকান করে সংসার চালাতো। সন্তান দু'টোকে নিয়ে তাদের আকাশ সমান স্বপ্ন। বড় সন্তান মামুন দশম শ্রেণিতে। পড়াশুনার আগ্রহ নাই। ছোটটি কন্যা, এবার অষ্টম শ্রেণিতে। বড় আদর করে নাম রেখেছিল মুক্তা তার মায়েরই কার্বনকপি-শ্যামলাঙ্গী-লম্বাটে, চঞ্চল প্রকৃতির। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশ নাম ডাক তার। দেশে নাকি গন্ডগোল-স্কুলে ক্লাস হয়না। কোনো এক বখাটে মুক্তাকে বিরক্ত করে, কালো মুখে বার কয়েক জানিয়েছিল-মাকে। কিন্তু নীলা নিশ্চুপ-অসহায়। মামুন এসব জানেনা,জানলে তুলকালামকাণ্ড ঘটিয়ে দেবে। ভাঙ্গা ঘরটাতেও বসবাস করা মুশকিল হয়ে পড়বে। নিরবে সহ্য করাই শ্রেয়তর ভাবে নীলা।

বাজারে হু হু করে সব কিছুরই মূল্য বেড়ে চলেছে। মজিদের পান দোকানে মামুন সময়ে অসময়ে বসে, কী-ই বা রোজগার? সেখানেরও চাঁদা গুনতে হয়। দিতে না চাইলে ভাংচুর করে সন্ত্রাসীরা। এখানেও চুপ থাকাটাই শ্রেয়তর ভাবে নীলা।

যুব উন্নয়ন অফিসের মাধ্যমে হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছিল নীলা। ওখাকে থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণও নিয়েছে সে। ভিটার চার পাশে অনেক কিশিমের শাকসবজি লাগিয়েছে; বেশকিছু হাঁস-মুরগিও পালন করে সেখানে। মুক্তা মাকে এসব কাজে সাহায্যে করে। দোকানে মামুনের মন নেই, বুঝতে পারে নীলা। যুব উন্নয়ন অফিস নাকি বিনা পয়সায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়, তাকে ওখানে দিতে হবে-মনস্থির করে নিলা। হাঁটের দিন নীলা কয়েকটি হাঁস-মুরগি বিক্রি করতে যায়, হাট বসে-তাদের পান দোকানের পাশেই। ভালোই কাটছিল দিন।

এরূপ দিন যায়, মাস আসে। সংসারে পরিবর্তন বুঝতে পারে নীলা। নীলার জমানো টাকার পরিমাণও বাড়ে। একসময় সে শ'খানেক মোরগ-মুরগি নিয়ে ফার্ম দেয়। যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণটা বেশ কাজে লাগে। মা মেয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় বেচা-বিক্রিও জমে ওঠে। তবে এসবের খাবারের মূল্য বৃদ্ধিতে চিন্তার ভাজ পড়ে। তবে দমার পাত্রী নয় নীলা। তার ফার্মে কবুতরও পালন শুরু করছে তাতেও লাভ কম নয়। আগ্রহের পারদ উর্দ্ধমুখী। ফলে সেডে মোরগ-মুরগি তোলার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। পাইকাররা নগদ দামে কিনে নিয়ে যায়। মেয়ের ইচ্ছে, গাভী পালবে। পাশের এক গৃহস্থালী থেকে গাভীও কিনে একটি। কিছুদিন পর নাদুস-নুদুস এক বাছুর পায় মামেয়ে। বাছুরটি মুক্তার প্রাণ। এখন নীলার খামারে শাকসবজি, মুরগি-গাভী, বাছুর,কী নেই!

নীলার কাজের চাপ এত বেড়ে গেল যে, তিনজন যুবক তার খামারে কাজ করে। নীলার সংসারে যেমন স্বচ্ছলতা এসেছে, সন্তান দু'টোর আনন্দের ঝিলিকও ঢের বেশি- টের পায় সে। তার উপর তিনজন বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে, কী আনন্দ নীলার। আশপাশের লোকজনও নীলাকে আদর আত্তি করে, গ্রামীণ আচার বিচারেও ডাক পায়। অনেক সময় বউ ঝিয়েরা তার নিকট বিচার আচার নিয়েও আসে। সুষ্ঠু বিচার পায় বলে সকলেই তাকে আগের চেয়ে বেশি মান্য করে।

তার পড়শিরা বলেছে-সঠিক ভোট হবে, যার ভোট সে দিতে পারবে। নীলাকে তার গ্রামের মানুষ বিশেষ করে মহিলারা খুবই পছন্দ করে এবং তাকে ভোটে দাঁড় করাবে বলে স্থির করেছে তারা। নীলার স্বপ্ন দেখে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার হয়ে দরিদ্র অসহায় মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের সমস্যাগুলো তার নখদর্পনে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পটিয়া, চট্টগ্রাম

যুবদের কর্মসংস্থান ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী

মোঃ হোসেন শাহ

- যে কোন দেশের প্রাণশক্তি যুব সমাজ। একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে তাদের অবদান অপরিসীম। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে সর্বশেষ ৫ আগস্ট দলীয় স্বৈরশাসনের অবসানে তারা দেশের ত্রাণকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। সমগ্র জাতি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

- আমরা আলোচনা করব যুবদের কর্মসংস্থান ও বর্তমানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে।

- প্রতি বছর যে সংখ্যক শিক্ষিত যুবক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে কর্মউপযোগী হয়ে বের হয়, সে পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকে না। ফলে, বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ে। পৃথিবীর কোন দেশই পুরোপুরি বেকারমুক্ত নয়। অবশ্য তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ার ফলে বেকার ভাতা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে যেটা সম্ভব হয়ে উঠে না। তবে আশার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দিয়ে বিকল্প কর্শসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এতে যুবরা নিজেরাই লাভবান হচ্ছে তা নয় তাদের দ্বারা অনেকেরই কর্মসংস্থান হচ্ছে। আউটসোর্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনসহ বেশ কিছু বিষয়ে যুবরা দিন দিন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মী হচ্ছে। সরকার তাদের এ কর্মকে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

- দৃষ্টিভঙ্গি একটি আপেক্ষিক বিষয়। একেক জন এককভাবে দেখে, একটি গ্লাসে অর্ধেক পানি হলে কেউ বলে অর্ধেক পানি, আবার কেউ বলে অর্ধেক খালি। দৃষ্টিভঙ্গি পজেটিভ, নেগেটিভ দু'ধরনের রয়েছে। পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কাজকর্মকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের যুব সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বর্তমান সমাজ অনেক পজেটিভভাবে নেয়। কৃষিসহ যে কোনো প্রকল্প শিক্ষিত ছেলেরা গ্রহণ করলে বর্তমানে সমাজ তাকে উৎসাহিত করে।

- বৃহত্তর সিলেটের যুব সমাজ এক সময় কর্মে বেশ পিছিয়ে ছিল। প্রায় পরিবারেই বেশ কয়েকজন বিদেশে থাকে। তাদের পাঠানো টাকায় বাকীরা বেশ ভালভাবে চলত। এলাকার মানুষজন তাকে বেশ সমীহ করত। হোন্ডা নিয়ে ভূ -ভূ করে ঘুরে বেড়াত। বর্তমানে সেই অবস্থা নেই। ভাই যতই পয়সা দিক সেই ছেলে যদি নিজে কোন কর্ম না করে তাকে কেউ পছন্দ করে না, তাকে পাত্তাই দিতে চায় না। বিয়ের বাজারে তার অবস্থা খুবই খারাপ। একসময় শিক্ষিত ছেলেরা কৃষিকাজ বা খামার ভিত্তিক কাজকর্ম করলে সাধারণ জনগণ ভাবত, এত লেখাপড়া করে এই কাজ করলে পড়ালেখা করার দরকার কি ছিল? বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষ, লাগসই প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উন্নত সবজি চাষ আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এদেশের মানুষ উৎসাহিত হচ্ছে। খামার স্থাপনকারী যুব/ যুব মহিলারা সমাজে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। সকলেই তাদের সম্মান করে।

- স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানাবিধ কারণে আমাদের জমির পরিমাণ অনেক কমেছে, উপরন্তু লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, তখনকার সময় হতে বর্তমানে মানুষের জীবযাত্রার মান অনেক বেড়েছে। পূর্বের থেকে বর্তমানে মানুষের আমিষ গ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। আমাদের প্রশিক্ষিত যুবরা প্রচুর খামার করে পোল্ট্রি শিল্পকে গতিশীল করেছে। মানুষজন সহজে ডিম,মাংস পাচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে, আনাচে-কানাচে দেখা যায় মুরগির খামার, হাঁসের খামার, গরুর খামার। ধানের ক্ষেত্রে পূর্বে যে জমিতে প্রতি একরে ১০ মণ ফলন হতো সেখানে যুবরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে ৩০ মন ফলন তুলছে। ফলে খাবার সংকট হচ্ছে না।

- যুবকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সমাজ যেহেতু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে তাদের কাজকর্মকে স্বীকৃতি দিচ্ছে তাদের উচিত আরও ব্যাপকভাবে কর্মে মনোনিবেশ করে বৈষম্যমুক্ত অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রাজনগর, মৌলভীবাজার

স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণঃ ইকোনমিক পোভার্টি বনাম লার্নিং পোভার্টি

সাদিয়া জাফরিন

লার্নিং পোভার্টি অথবা লার্নিং ক্রাইসিস বলে ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে। এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ "শেখার সংকট" বা "শিখন দারিদ্র্য"। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব বা নিজেদের সম্ভাবনার চেয়ে কম অর্জন করা। আমি যদি একটু সহজভাবে বলতে চাই তাহলে এভাবে বলা যায়, যে বয়সের বা গ্রেডের শিশুদের যে যে বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা বা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা না থাকা। এবারো আসলে একটু কঠিন হয়ে গেলো, আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বলি, "THE NAME OF THE DOG IS PUPPY" এই বাক্যটি দেখে খুবই সহজ মনে হচ্ছে আপনাদের আমি জানি। এখন এই বাক্যটি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া শিশুদের সবার পড়তে পারা উচিত। কিন্তু যদি তারা বাক্যটি সঠিকভাবে পড়তে না পারে তাহলে এই সমস্যাটিকে বলা হবে লার্নিং ক্রাইসিস বা লার্নিং পোভার্টি।

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু সেটা প্রাথমিক শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে সেটা আপনাদের সবার বোঝা দরকার বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৮% যা দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকেই বেশি। যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এখন এই ভর্তি হওয়ার পর শিশুদের পড়াশোনার মান এবং তাদের অর্জিত দক্ষতার কি অবস্থা সেটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই শিশুরা কতোটা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের ৬৫% শিক্ষার্থী সঠিকভাবে বাংলাই পড়তে পারেনা। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা তার চাইতেও বেশি।

এখন আপনি একটু ভেবে দেখেন, আপনি যদি রিডিং পড়তে না পারেন, তাহলে আপনি কি করে গণিতের সমস্যা সমাধান করবেন, বিজ্ঞান বা সমাজ পড়বেন এবং বুঝবেন? এবং সেই শিক্ষা কিভাবে আপনার বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবেন ?

আমি আপনাদের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই, আমাদের পিএসসি পরীক্ষার পাশের হার প্রায় প্রতিবছর ৯৫% এর উপরে ছিলো। অর্থাৎ ১০০ জন শিশুর মধ্যে মাত্র ৫ জন অনুত্তীর্ণ হয়েছে এবং বাকি ৯৫ জন প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এরকম পরীক্ষায় পাশের অনেক খবর আপনাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আপনারা ফলাফলও দেখেন। প্রায় ১০০% পাশের হার। সোশ্যাল মিডিয়াতে অভিভাবকেরা পরীক্ষার নম্বরপত্র ফলাও করে সবাইকে জানান ও নিজের সন্তানকে নিয়ে গর্ব করেন। এবং এমনটা করাটাও খুব স্বাভাবিক। সত্যিই কি বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? কারণ, প্রাথমিক স্তরের মাত্র ৩৫% শিক্ষার্থী বাংলা পড়তে সক্ষম। তার মানে ৬৫% শিক্ষার্থী যারা পড়তে পারে না তাদের পক্ষে লেখাও অসম্ভব। আর যদি তারা বাংলা লিখতে না পারে সমাজ, বিজ্ঞান, অংকসহ বাকি বিষয়গুলো তারা কি করে লিখলো এবং পরীক্ষায় পাশ করলো? জরিপ অনুযায়ী ইংরেজির অবস্থা আরো শোচনীয়। শুধু যে তারা পাশ করেছে তা নয়, এমনকি ভালো জিপিএও অর্জন করেছে। তাহলে এই পাশ এবং জিপিএওঅর্জন কি করে সম্ভব? এই প্রশ্নগুলো কি আপনাদের ভাবাচ্ছে না ?

এরকম হাজারো প্রশ্ন আপনার মাথায় ঘুরবে কিন্তু আপনি সমাধান খুঁজে পাবেন না। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আছে, যারা পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছে ভালো জিপিএ নিয়ে, কিন্তু যখন তারা একটু বড় ক্লাসে যাচ্ছে তখন সিলেবাস বেশি এবং রিডিং ভালো করে পড়তে না পারার দরুন অংক, ইংরেজিসহ সমস্ত বিষয়ে তাদের অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ তারা নিজেরা পড়তে না পারার কারণে নতুন কিছু শেখার বা জানার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একসময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। আর যখন একজন মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তখন গ্রামের অধিকাংশ পরিবার তার বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করে এবং একসময় বিয়ে দিয়ে দেয়। যেহেতু মেয়েটি স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে তাই সে নিজে থেকেও এই বিয়ের বিরুদ্ধে আর কথা বলে না। বরং পিতামাতার কষ্ট অর্থাৎ খরচ কমানোর জন্য এই বিয়েকেই সে একমাত্র সমাধান হিসেবে ধরে নেয়। আর ছেলেরা কাজে যোগ দেয়। কারন সে যেহেতু স্কুলে কিছু শিখতে পারছে না তাই সে কাজ করাটাকেই বেশি উপকারী মনে করে এবং তার পরিবারও। সুতরাং বাল্যবিবাহ বা শিশুশ্রমের একমাত্র কারণই যে অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বা ইকোনমিক পোভার্টি এটা আমরা কতটা সঠিক বলছি সেটা নিয়ে ভেবে দেখার অবকাশ রয়ে যায়।

তাই স্কুল থেকে ঝরে পড়ার পেছনে শুধু ইকোনমিক পোভার্টি একটি বড় কারণ বলে আমরা সবাই জানি, ঠিক একইভাবে লার্নিং পোভার্টি অর্থাৎ শিখন দরিদ্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা যদি এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে না দেখি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্কুল কলেজ থেকে খুব ভালো জিপিএ নিয়ে পাশ করে বের হবে কিন্তু তারা জনসম্পদে পরিণত হবে না বরং তারা দেশের উপর বোঝার সৃষ্টি করবে। দিনে দিনে বেকারত্বের হার আরো বেশি বাড়বে। বর্তমান সময় যদি বিবেচনা করেন তাহলেই দেখবেন কিভাবে আমাদের দেশে বেকারত্বের হার বাড়ছে। বাংলাদেশে নামে মাত্র উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটা বড় অংশই এখন বেকার। বিশেষ করে সেবাখাতে কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে। সেবাখাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়া উন্নয়নের স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বরং এটি উন্নয়নের ধারার বিপরীত।

তাই আসুন আমরা নিজেরা ভাবি এবং প্রশ্ন করতে শিখি। ৯৮% শিশু স্কুলে ভর্তি হচ্ছে, প্রায় ১০০% শিশু ভালো জিপিএ নিয়ে পাশ করছে। তাহলে ৬৫% শিশু কেন লার্নিং পোভার্টি শিখন দারিদ্রতায় ভুগছে?

গ্রো ইউর রিডার ইয়ুথ ফাউন্ডেশন এই সমস্যা দূরীকরণে ২০১৬ সাল থকে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আমাদের কারিকুলাম "রিডিং সিস্টেম" এর মাধ্যমে এবং টিচার ট্রেনিং এর মাধ্যমে চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে শিক্ষকরা শিশুদের সহজে রিডিং পড়া শেখাতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, পথ লাইব্রেরি এবং ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে আমরা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে বই পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, গ্রো ইউর রিডার ইয়ুথ ফাউন্ডেশন

সততা

মো: শাহজাহান ভূঞা

সততার দোহাই দিয়ে
করি অন্যের অনিষ্ট
নিজের পেটটা ঠিকই ভরি
অন্য কে করিনা তুষ্ট
এভাবেই চলছে জীবন
যুগ যুগান্তর ধরে।
পাহাড় থেকে সমতল ভূমি
সবই আমার দেখা;
কষ্টের বেলা কেউ থাকে না
আনন্দে সব ভরা।
তোষামোদ আর চাটুকারে
দেশটি গেছে ভরে।
সততা তাই পালিয়ে বেড়ায়
শুন্যের ধারে ধারে।
সততা বলে ধরো আমাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে।
সততা; সততা বলে আর করিওনা বান
সবার উপরে মানুষ সত্য; সততা অম্লান।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

উন্নত বাংলার রুপকার

মোঃ বোরহান উদ্দিন রিফাত

হে-যুব-জাতির প্রহরী
চল দূর্বার কাঁটা হেরি।
দেখো বাংলা মা'য়ের মুখ
তোমার রয়েছে ঐতিহ্যময় সুখ।

বিশ্ব জানে বীরের জাতি লড়েছি বারে বার
বাংলাদেশকে হারিয়ে যাবে,এমন সাধ্য কার?
জগতময় মোদের রয়েছে ঐক্যের প্রমান
জীবনমূল্যে দিতে পারি স্বাধীনতার সম্মান।

ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি..
৭১ এ ৯ মাসের বিজয়গাঁথা
৫ জুলাই ২৪ ইতিহাস লিখেছি
নতুন স্বাধীনতার.....
আর কতো রক্ত দিতে হবে বল
শোষনমুক্ত হতে এই বাংলার?

হে নতুন,তোমরাই রাখবে বাংলার মান
রক্ষা করতে হবে পূর্বপুরুষের সম্মান
গড়ে তোল সুশিক্ষায় দক্ষ জীবন
সত্য ন্যায়ের জীবন করো গঠন।

উপড়ে ফেলো যত মিথ্যে,অনিয়ম-ভয়-
তোমরাই করবে উন্নত বাংলাদেশ জয়
তোমাদের রুখবে, এমন সাধ্যকার ?
তোমরাইতো উন্নত বাংলার রুপকার।

অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক

আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা

মোঃ শরীফ হোসেন শিকদার

নিজের দোষটা ভুলে যে জন
পরের দোষটা খোঁজে
তাঁর যে দোষের নাই যে সীমা
কজন সেটা বুঝে।

পরের দোষটা ধরে যে সে
পরকে করে খাঁটি
আপন দোষের পাহাড় জমায়
হয় যে নিজে মাটি ।

অমুক খারাপ তমুক খারাপ
নিজেই শুধু ভালো
করলে যাচাই দেখবে সবাই
তাঁর ভিতরেই কালো।

মৎস্য সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

কবি এবং কবিতা

মো: আরফান আলী

ভূমিকা: কবি হচ্ছেন তিনি যিনি কবিতা, ছড়া, চয়ন করেন, কবি আক্ষরিক অর্থে কলম বিচক্ষক। কবিরা প্রতিভাবান, তাদের প্রতিভা কলমের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। কবি এবং কবিতা সত্য উপস্থাপন করে।

প্রাসংগিক কথা: একটি কবিতা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। বিচ্ছিন্ন সমস্ত জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে পারে। একটি কবিতা বিপথগামী মানুষকে ভালোর পথে আহ্বান করতে পারে। স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে হুংকার দেয়। প্রতিবাদের ভাষা কবিতা। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় চিত্রগুলো কবিতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, চলাফেরা, জীবন প্রবাহ কবিতায় তুলে ধরা হয়। কবিতা-ছড়া লেখনীর সংক্ষিপ্ত রুপ ধারণ করে এর সারমর্ম বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বিষদভাবে বিস্তৃতি ঘটায়। কবির আয়ুকাল সংক্ষিপ্ত হলেও কবিতার মাঝে কবি আজীবন বেঁচে থাকেন। আর্থিক সম্পদের উত্থান-পতন আছে, কবিতা চিরঞ্জীব। তার মৃত্যু হয় না। কোনো কবি তার কবিতায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা দিতে পারে না। তাই যুগ যুগ ধরে কবিতার শূন্য স্থান পূরণের জন্য বিভিন্ন কবির আর্বিভাব ঘটে থাকে।

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে এই ধারা অব্যাহত আছে। কবি কলমগুলোর পক্ষে উৎসাহকারী, মন্দের বিপক্ষে প্রতিবাদকারী। অনেক ব্যক্তি রাষ্ট্র নেতা, শাসকগোষ্ঠী কবির উপর পাশবিক, অমানবিক নির্যাতন করে যা মোটেই কাম্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। কবিগণ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। স্রষ্টা ব্যতীত কারো কাছে শির নত করে-না। একটি কলম একটি ন্যায়ের অস্ত্র। কবিকে জেল-জরিমানা করা হয় কবি-লেখক কে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তার প্রকাশিত গ্রন্থটি বাজার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রকাশককে বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়। সেইজন্য অনেক কবিতা প্রকাশে তার নিজের নাম আত্মগোপন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকেন।

কবিতা মানুষের হাতে খড়ি। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কবিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধাবোধ করে না। কবিতার মাধ্যমে কবি বিভিন্ন অর্থবোধক নামে ভূষিত হন। কবির অস্তিত্ব কবিতা, প্রেম-প্রীতি, মায়া, মমতা, প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য কবিতায় উপলব্ধি করা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যা চিহ্নিত এবং সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় একটি কবিতা। কবি হচ্ছেন রাষ্ট্রধর্ম, সম্প্রদায়ের উপগ্রহ। তত্ত্ব ও তথ্য ছড়িয়ে দেন কবিতার লেখনীর মাধ্যমে বিমূর্ত জগৎ নির্মাণ করেন। কবিতার ভিন্নতা অনেক রকম।

সমাজ যতই কবিকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করুক না কেন! কবির কাছেই সমাজকে ফিরে আসতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কবি এবং কবিতা। ২১ মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস, ৩০ জুন আন্তর্জাতিক কাব্য পাঠ দিবস, ০২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় কবিতা উৎসব দিবস তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়। অধিকাংশই কবিরা দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক কবি দারিদ্রতার কষাঘাতে একটিও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হন না। কেউ আগ বাড়িয়ে কোনো প্রকাশ করতে চায় না। এর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোথায়? প্রতিভার অন্বেষণ করতে হবে। কে লিখেছেন যেমন সেটা বড় কথা নয় বরং কী বিষয়ের উপর লিখেছেন সেটাই মুখ্য। সকল কবিকে মূল্যায়ন করতে হবে। পাঠ্য-পুস্তকে নূন্যতম একটি কবির কবিতা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

কবিতা তো কালজয়ী যাকে ধ্রুপদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কবিতা এখন ছোট আঙিকে লেখা হচ্ছে। এটির সূচনা ঘটেছিল সুদূর জাপানে। তার হাইকু নামানুসারে হাসান সাজ্জাদির বিজ্ঞানকাব্যতত্ত্ব গিয়াসউদ্দীন চাষা উদ্ধৃতি করেন: "কবি যেমন সত্য বলবেন, তেমনি কবিতা জাতিকে আগাম সর্তক করবে। কবি হলেন মানব জাতির শিক্ষক। একই সাথে তিনি নেতাও। কবিতা হলো সময়ের ইতিহাস কবি মানুষের জন্য লিখবেন, তাই কলাকৈবল্যবাদ নয়, কবির কাজ মানুষকে আধুনিক সময়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জ্ঞান দান করা"।

মুহাম্মদ উদ্দীন মিনহাজ এর বর্ণনা মতে, " পবিত্র কোরআনে আশ-শুআরা নামকরণের তাৎপর্য কাব্য চর্চার প্রাথমিক ইঙ্গিত প্রদান করে"। সমাজে একদল আছে যারা কবিতা আবৃতি করে জীবন নির্বাহ করে থাকেন। কবি সাহিত্যিক হলেন ভাষার সেবক ও উৎকর্ষকারী। তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কবি, লেখক, সাহিত্যিকগণদের।

কবিতা প্রাত্যহিক ও যাপিত জীবনে অনিবার্য। উপমা কবিতার অলংকার । অলংকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অধিকাংশই কবিগণ ভবঘুরে প্রকৃতির । যে কবিতা শুনতে জানে না; সে আজীবন কৃতদাগ থেকে যায়। কবিতাকে গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানকে গীতি কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মিথ্যা, বানোয়াট ভিত্তিহীন কাব্য রচনা ধর্মগ্রন্থ সমর্থন করে-না। সে জন্য কবিগণকে মিথ্যাচার, ভিত্তিহীন কাব্য রচনা নিরুসাহিত করা হয়েছে। কবির কাজ হলো নিত্য নতুন ভাষা, শব্দ সৃষ্টি করা। একজন

কবি বা লেখক কখনো নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে বিচরণ করতে পারেন না। তার ব্যাপ্তি হচ্ছে মহা-জগৎব্যাপী। কবিতার ক্ষুরধার বন্যার-নদীর স্রোতের মতো, সামনে যা পায় তা গ্রাস করে ফেলে।

কবি মো. আরফান আলী তার কলম কাব্য গ্রন্থ মেহেদী কবিতায় দ্ব্যর্থহীনভাবে চারটি পংক্তিতে "একটি কবিতার পংক্তি লেখা কত যে কষ্টসাধ্য/কবিরা স্বাধীন মনের মানুষ, তাদের করা যায় না বাধ্য, লেখক-কবিরা সমাজ ও প্রকৃতির সাথী//যারা অন্যায়-অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত তাদের মুখে মারো লাথি"। উন্মোষিত করেছেন।

কবিতা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা, সাহিত্যের নির্যাস হলো কবিতা। এই শাখাটি তার নিজস্ব গতি নদীর মতো বহমান আছে। গ্রাম বাঙলায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রতিভাবান কবি। কবির চিন্তাশক্তি কবিতা ও সমাজ ব্যবস্থা কবিতার মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত গুণাবলী বিকশিত ও প্রসারিত হয়। কবিতা মানব জীবনের মুখপত্র স্বরুপ। কবিতা ঝংকার তুলে, সে অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কবির লেখনীর মাধ্যমে কবিতা যুগ যুগ ধরে তার ভাব ধারা অব্যাহত রেখেছে। কবিগণ প্রকৃতির প্রেক্ষাপট অনুধাবন করে কবিতা রচনা করে থাকেন। কবিতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে যেমন- সংগ্রামী সৈনিক, পথহারা পথিক, রণতরী নাবিক, অনুপ্রেরণাকারী, প্রেমিক-প্রেমিকার উচ্ছাস, মেল বন্ধন। মানবতার কথা বলে, রাষ্ট্রের কথা বলে, ধর্মের কথা বলে, নিপীড়িত ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠীর পাশে দাড়ায়, মানুষের প্রেম-প্রীতি, আশা আকাঙ্খা, মায়া-মমতা, বিরহ-ভালোবাসা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-স্মৃতি, হতাশা-প্রত্যাশা গুলো কবিতার মাঝে অনুভূতি আকারে প্রতিফলিত হয়। কবিরা স্রষ্টার আর্শীবাদ পুষ্ট, কবিরা দেশ-দেশান্তরে বিরাজমান।

কবিতা হলো প্রতিবাদের ভাষা। সাহিত্যের প্রথম স্তর কবিতা। প্রেমিক-প্রেমিকার মেল বন্ধন, কবিতা জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের চালিকা শক্তি, কবিতা নির্ভেজাল, নির্জীত, উদ্দীপক, কবিতা নদীর স্রোতের মতো বহমান। কবিতার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। কবির বেদনা-ভালোবাসাগুলো লেখনীর মাধ্যমে ফুঁটে উঠে। কবি সত্য উপস্থাপন করতে কাউকে পরোয়া করে-না। কবি নিজের জীবনকে বিপন্ন করতেও রাজি। স্রষ্টা ব্যতীত কারো কাছে অবনত নয়। কবিতার মাধ্যমে কবিগণ আজীবন বেঁচে থাকে। কবিতা পাঠক হৃদয় আন্দোলিত করতে পারে বলেই কাব্য চর্চা বিদ্যমান পরিলক্ষিত হয়। কবি এবং কবিতাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবি সংগঠন গড়ে উঠেছে। ভাষার মাধূর্য সৃষ্টিকারী কবিতা কয়েকটি কবিতা। সমন্বয়ে গঠিত হয় কাব্য গ্রন্থ। একটি কাব্য গ্রন্থ মানব জাতির সত্ত্বা।

কবিতা মানবিক মূল্যবোধ ও পরিশীলিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। কবিদের ব্যাক্তিগত ভাবে বিভিন্ন পরিচয় থাকলেও মূলত কোন ধর্মের, মতাদর্শের অনুসারী নন। তিনি সে মানুষ তার ভাবনা – চিন্তা মানবিক কার্যপ্রণালী বহিঃ প্রকাশ হলো কাব্য। কবিরা শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করে থাকে। প্রকৃতি ও ধরিত্রী প্রেমিক হন। কবিরা মানুষের মঙ্গল কামনা করে। নিজস্ব কষ্ঠার্জিত অর্থ লেখনীর কাজে ব্যয় করে জনস্বার্থে উৎসর্গ করেন। কবিদের কৌতূহল রহস্যজনক।

কবিরা মহা-জাগতিক ভারসাম্য বজায় রাখেন। নদী, নারী, বৃক্ষ, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-পাতাল, ফুল-ফল প্রভৃতি কবিতায় উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কবিদের তৃতীয় নেত্র, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিরাজমান। প্রবাদ আছে, নীতি কাব্যতে, শৈশবে যে ভালো কবিতা পড়ে আত্মস্থ করেছে- তার পক্ষে কোনো অনৈতিক কাজ, বড় ধরণের অপরাধ সংঘঠন সম্ভব নয়।

অনেক কবি পদ ও পদবীর জন্য নিজের সত্তাকে বিকিয়ে দিয়েছেন রাজনৈতিক পরিচয় বহন করে। একটি চাকরী বা কর্মসংস্থান যোগাড় করতে বা পদোন্নতি পেতে নিজের স্বাধীনতা খর্ব করেছেন যা মোটেই কাম্য নয়। সত্য কাব্য রচনায় দ্বিধাবিভক্ত সংকোচে ভোগেন। বাঙলা ভাষার প্রচার সম্প্রসারণে কবিদের অবদান অনস্বীকার্য। কবিগণ একটি রাষ্ট্র তথা বিশ্ব দরবারে তার লেখনীর মাধ্যমে পরিচিতি ঘটান। রাষ্ট্র নেতৃত্ব বহন করে।

বায়ু ছাড়া যেমন মানুষসহ সমস্ত প্রাণীকূল একমুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারে-না। তদ্রুপ কবিতা ব্যতীত সমাজ অচল, দৈনন্দিন জীবনে কবিতা অপরিহার্য। সাহিত্য মানুষকে আলোর পথ নির্দেশ করে থাকে। কবিতা পঠন, ও অধ্যয়ন করার ফলে সমাজ উপকৃত হয়। কিছু লোক আছে যাদের মধ্যে কবিতা বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহারঃ পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে শিশুর মুখে কবিতা-ছড়া আবৃত্তি করে শোনানো হতো, ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি কবিতায় সূরারোপ করে মাথায় হাত বুলিয়ে নিদ্রা নিবারণ করতো। কবিতা দিয়ে ভাষা শেখার প্রচলন হয়েছে। কবিতা গদ্য-পদ্য, ছড়া, ব্যঙ্গাত্ব শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। কোন কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপকে কবিতা আকারে পাওয়া যায়। কবিতা দিয়ে সারমর্ম-সারাংশ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। কবিতা দিয়ে রাজনৈতিক শ্লোগান দেওয়া হয়। কবিতা যেমন সহজ, সরল, তেমনি কঠিন ভাবধারা কবিতা প্রকৃতি মানব-মানবী, বাস্তবতাকে অনুধাবন করে রচিত হচ্ছে।

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী ফেডারেশন, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

হাকালুকি যুব সাহিত্য পরিষদ

হোসাইন আহমদ

"একটি শান্তির সমাজ বিনির্মাণ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২০০৮ সালে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভুকশিমইল ইউনিয়নের কয়েকজন স্বপ্নবাজ তরুণের উদ্যোগে তৎকালিন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমদ বাদশার পরামর্শে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম হাকালুকি হাওরে দক্ষিণ তীরে প্রতিষ্ঠিত হয় হাকালুকি যুব সাহিত্য পরিষদ। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাওর পারের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারী পুরুষদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষ যুব সম্পদ গঠনে আন্তরিকতার সহিত কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে সংগঠনের সভাপতি ছিলেন জনাব এডভোকেট আব্দুস সালাম মিন্টু, সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন সাহিত্যিক ও শিক্ষক জনাব এম এস আলী (বর্তমান সভাপতি) ও সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিক হোসাইন আহমদ। নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় যুব নেতা হোসাইন আহমদ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এই যুব সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ইতি মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সুনামের সাথে দায়িত্ব পালান করছেন। সংগঠনটি যুব নেতৃত্ব তৈরিতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

সংগঠনের সদস্য মাহফুজা জান্নাত মিমি, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত। জার্মানীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছেন চৌধুরী রাহাত, ফ্রান্সে অবস্থান করছেন বাবর আহমদ তারেক, পর্তুগালে শেখ আব্দুল খালিক জায়েদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে নজরুল ইসলাম, যুক্তরাজ্যে মো: সাইফুল ইসলাম সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেকেই অবস্থান করছেন। বর্তমানেও কার্যকরি কমিটির অনেক সদস্য প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করছেন।

মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে প্রায় ৫০ কি: লি: দূরে হাকালুকি হাওর তীরবর্তী ভুকশিমইল গ্রামটি অবস্থিত। শহর থেকে দূরে থাকায় এবং হাওর তীরবর্তী হওয়ায় এই ইউনিয়নটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট সহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে নানাভাবে বঞ্চিত। ভুকশিমইল ইউনিয়ন তথা কুলাউড়া উপজেলার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সংগঠনের কর্মীরা নানাভাবে কাজ করছেন।

হাকালুকি যুব সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে হাওর পাড়ের জেলে সম্প্রদায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, বন্যার্তদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রি, ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ক্যাম্প, বন্যাদুর্গত এলাকায় ফ্রি ঔষধ বিতরণ, ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে টিন বিতরণ, বিনামূল্যে তিন ধাপে ২'শ মানুষের চোখের ছানি অপারেশন, মেধাবৃত্তি পরীক্ষা, বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নগদ অর্থ, সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ, প্রতি বছর ফ্রি শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন, বৃক্ষরোপণ, মাদক ও ধূমপানের কুফল সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করে তোলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারণা, যৌতুক বিরোধী ক্যাম্পেইন, জনসাধারণের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, সচেতনতামূলক নাটিকা প্রচার, পাঠাগার স্থাপন, যুব দিবস সহ বিভিন্ন দিবস উদযাপন, বিধবা ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করছে।

সর্বোপরি, হাকালুকি যুব সাহিত্য পরিষদ ৩২ হাজার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, আত্মনির্ভরশীল এবং একঝাঁক তরুণকে দক্ষ সংগঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। আমি মনে করি দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে এরকম একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে যুব সমাজ নানা অপরাধ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে একটি আত্মনির্ভরশীল মানবসম্পদরূপে পরিণত হতে পারবে।

সভাপতি, হাকালুকি যুব সাহিত্য পরিষদ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

সফল আত্মকর্মী হয়ে উঠার গল্প

শারমিন আরা (রিমু)

খুব ছোট বেলাতে মা'কে দেখতাম,ফজরের নামাজের আগে ঘুম থেকে উঠতো এবং রাত ১২ টার আগে বিছানায় যেতে পারতো না। আমরা মোট ৪ ভাই বোন ছিলাম, মা সব সময় সংসারের সবার প্রতি সমান যত্নবান ছিলেন । হঠাৎ করে মা, একটু অসুস্থ হওয়ার ফলেও বাকি দুই বোন বাড়িতে না থাকার কারনে ভাত রান্না করার মাধ্যমে আমার হাতে খড়ি শুরু হয়। প্রথমে জানতাম না ,ক'পট চালের মধ্যে কতটুকু পানি দিলে ভাত সুন্দর হয় । প্রথম দিনে ভাতে একটু ফ্যানা থাকলেও স্বাদটা ভালই লেগেছিল। এভাবে আস্তে আস্তে ডিম সিদ্ধ, চা- বানানো, দুধ গরম করা, কাঠের চুলাতে জ্বাল দেওয়া ,তরকারিতে ঝাল, হলুদ, লবন ও অন্যান্য মসলাদি পরিমাণ ইতিমধ্যে শিখে নিলাম।

কিছু দিন পর বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়ীর রান্না বান্নার দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। যেহেতু আমার স্বামী বাড়ী থেকে একটি ছোট চাকরি করতেন, তিনি আমাকে রান্নার কাজে মাঝে মধ্যে সহযোগিতা করতেন । আমার বড় ননদ ঢাকাতে অবস্থান করলেও নড়াইলে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি হঠাৎ আমাকে পরামর্শ দিলেন , ফেসবুকে পেজ খুলতে। সেই থেকে আমার শুরু। পরবর্তিতে আমাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। আজ নড়াইল জেলার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি,স্বায়িত্বসাশিত ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হুমায়রা'স কিচেন একটি পরিচিত নাম ।

উল্লেখ্য যে, আমার স্বামীর চাকরি সাময়িকভাবে চলে যাবার পর, আমি হুমায়রা'স কিচেনকে বানিজ্যিকভাবে চিন্তাভাবনা করে আরো বেশি অগ্রসর হই। আমার স্বামীও আমাকে তার মোটর সাইকেলে কেক, পিজ্জা,বার্গার, সকল ধরনের পিঠা দেশি খাবার, রোস্ট পোলাও, বিরিয়ানী,নান-গ্রিল ফ্রাইড-রাইস, পুডিং, পায়েসসহ প্রায় ১০০+ আইটেম ডেলিভারি করে থাকি।

ইতোমধ্যে আমি কাজের পুরস্কার স্বরুপ নড়াইল জেলার শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা " হিসাবে সম্মান পেয়েছি। যা আমাকে সামনের দিকে চলতে অনুপ্রাণিত করছে। আমি চাই আপনারা যারা বাড়িতে বসে অলস সময় কাটাচ্ছেন, তারা নিজেরা নিজ উদ্যোগে ছোট পরিসরে নিজে সফল আত্মকর্মী হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্থ থেকে, নিজের তথা নড়াইল জেলার সেবা করতে পারি।

কো-ওনার (ফেসবুক পেইজ), উপশহর গাড়ুচোরা বাজার, নড়াইল

গরিবের শিশু

শামিম আহম্মেদ

দুঃখীর কাছে যাব আমি
দুঃখের ভাগ নিতে
আমার পোশাক দিব তাকে
আসছে এবার শীতে

চোখে যার আলো নেই
আমি হব আলো
বাদশা- ফকির সবাই মানুষ
কিসের সাদা-কালো?

পালিয়ে যে বেড়ায় ভয়ে
সাহস দিব তাকে
করব আমি সবার সেবা
যেমন করি মা'কে

যুব প্রতিনিধি, শাজাহানপুর, বগুড়া

প্রিয় ছোটবেলা

মোসাঃ আফিফা ফারহানা দীনা

আমি ভালো নেই। তোমার কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতর হু হু করে উঠে। সময়ের এই ফাঁপরাানো কতো শত শত ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পেতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে তোমার গন্ডিতে। কিন্তু তুমি তো ছেড়ে গেছো সেই কবেই। তোমার সময় ছিলো নির্দিষ্ট। তার পরই তুমি বিদায় নিলে। এতে তোমাকে দোষ দিয়েও অবশ্য কোনো লাভ নেই।

তোমার কথা ভাবলেই চোখের কোনায় ভেসে উঠে কতো শত শত স্মৃতি। ইচ্ছে করে স্মৃতি নৌকা পাড়ি দিয়ে তোমার গন্তব্যে যদি আবার পৌছে যেতে পারতাম তাহলে মন্দ হতো না,বরং বেঁচেই যেতাম শতবাধা এই জীবন থেকে। আমার কাছে তুমি বলতেই ভেসে উঠা একটা রঙিন দুনিয়া, যেন রংধনুর সব রং এসে সেখানে জড় হয়েছিল।

আহ.....কতো কতো স্মৃতি চোখের সামনে যেন সতেজ হয়ে ভেসে উঠে; পক্ষান্তরেই হারিয়ে যায়। ছোটবেলা তোমার সাথে কাটানোর বন্ধুগুলোর বেশির ভাগই আজ নিখোঁজ প্রায়।

আজ কাল হয়েছে আধুনিক। ডিপ্রেশন রোগ জরাজীর্ণ হিজিবিজি মানুষ । তখন এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলো না থাকলেও ছিলো বেশ সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত। যাকে মনে পড়লে হয়তো মুচকি হাসি ফুটে বা হালকা চোখের জল ভর করে।

তবুও যান্ত্রিকভাবে বেঁচে আছি। বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তুমি বরং মনের মনিকোঠার বিশাল এক স্মৃতির সমুদ্র হয়েই বেঁচে থাকো আমার অন্তরে। ভালো থেকো তুমি, যত্নে থেকো। ইতি, 'তোমায় ভেবে জড়মড় এই আমি।'

কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী, ব্যাচ নং-৫৩

প্রথম প্রয়াস

ছুমাইয়া জাহান

ঘাত প্রতিঘাত যন্ত্রণায়
সহ্য করার যন্ত্রণায়,
জীবন চলে যন্ত্রনায়
জীবন চলে ব্যাস্ততায়
হাজার কিছুর প্রত্যাশায়।

জানি তুমি আসবেনা
পিছু ফিরে দেখবে না
কষ্ট আমার বুঝবে না
তবু নিয়তির দেওয়া যন্ত্রণা।

তবু মন বুঝে না
কোন কিছু খুঁজে না
এক নজরের অভিমানে
দেখতে চায় তারে।
সেই প্রত্যাশার রেশ ধরে
প্রথম প্রয়াস দেশ জুড়ে,

জানি, সফল হতেই হবে।
মানি, তারে পাই বা না পাই
জীবন আমার বয়েই যাবে।

জয়িতা

ছুমাইয়া জাহান

একদিন আমি ফুল হয়ে ফুটবো
প্রদীপের মতো আলো ছড়াবো।

ফুল হয়ে ঝড়ে পড়ার আগেই
প্রদীপ হয়ে আলো ছড়াবার আগেই
ফুটন্ত ফুল আর আলোর আভায়
জীবনকে রাঙিয়ে দেবো।

শুধু পাশে থেকো
ভরসা রেখো;
কাঁধে কাঁধ রেখে,
পায়ে পা মিলিয়ে;
হাতে হাত বেঁধে,
ঐক্যের বন্ধনে মিলিত হয়ে।

ভয়ে-নির্ভয়ে এগিয়ে
বাঁধা বিঘ্ন পেরিয়ে,
ধৈর্য্য আর শ্রমের সমন্বয়ে
সাফল্য এসে ধরা দেবে।

তবেই না স্বীকৃতি মিলবে
আমি জয়িতা।

যুব প্রতিনিধি, শাজাহানপুর, বগুড়া

যুব কার্যক্রমের এ্যালবাম

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের (১ম ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ ও অনুষ্ঠানের সভাপতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন

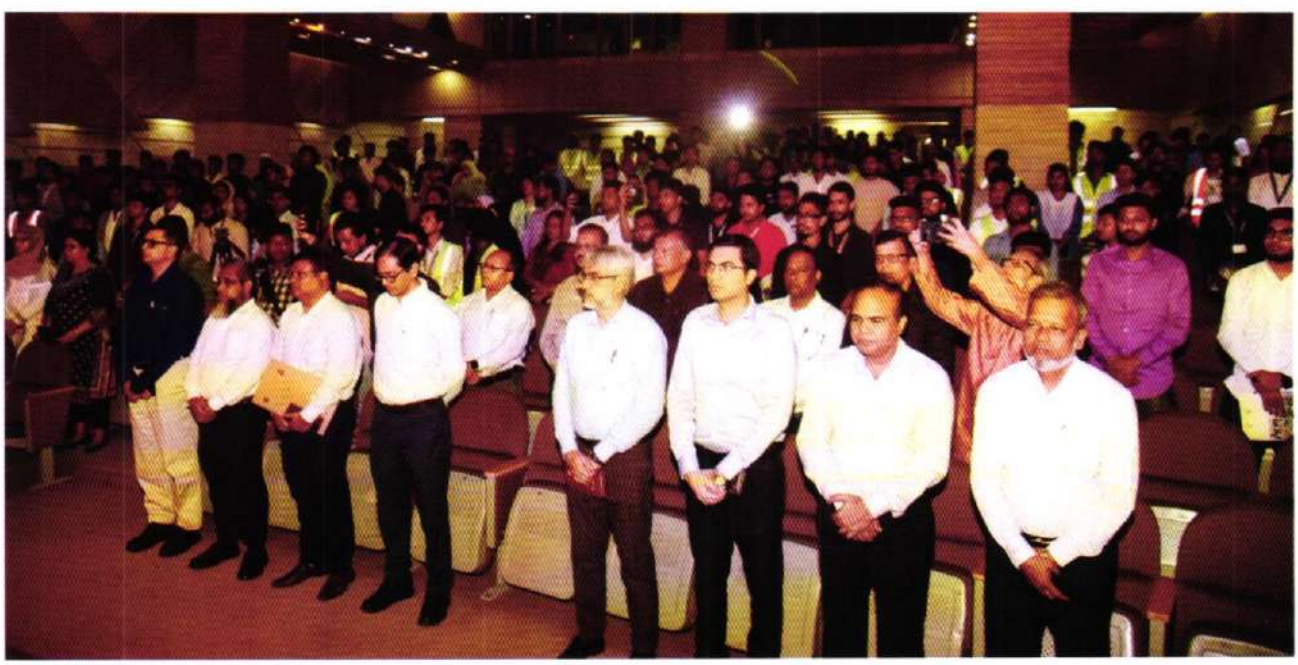

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ। উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং ৬৪ জেলার উপরিচালক ও কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরগণের অংশগ্রহণে অক্টোবর ২০২৪ মাসের সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং ৬৪ জেলার উপরিচালক ও কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরগণের অংশগ্রহণে অক্টোবর ২০২৪ মাসের সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ইনস্ট্রাক্টর/প্রশিক্ষক (পশুপালন), সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ক্যাশিয়ার পদে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ভ্যান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ইনস্ট্রাক্টর/প্রশিক্ষক (পশুপালন), সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ক্যাশিয়ার পদে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ময়মনসিংহ জেলার যুব সংগঠন ও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এর নিকট নগদ অর্থ হস্তান্তর করা হয়। এসময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া জেলায় যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, প্রকল্প পরিচালক (EARN প্রকল্প), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অদিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ডঃ গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এর নিকট থেকে ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৪ এর ১ম পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম,পরিচালক (দা.বি. ও ঋণ) ও ইনোভেশন অফিসার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২য় অর্ধবার্ষিক অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এর সাথে জেলার উপপরিচালকগণের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

Inception Report Workshop এ উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, EARN প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ খোশেদ আলম, Ms. Lynn Hu, Economist, World Bank.

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরগুনা কর্তৃক পরিচালিত ৩ (তিন) মাস মেয়াদি গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন,প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক ক্লাশ

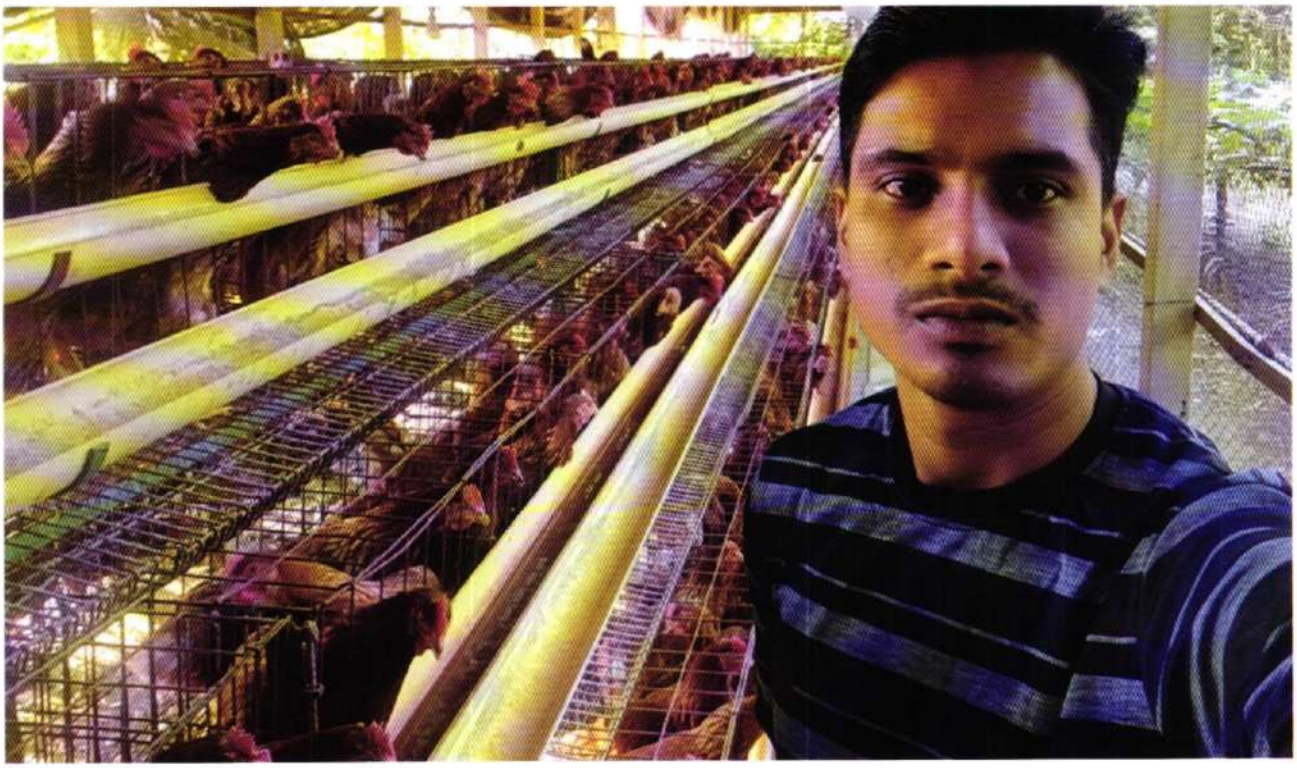

বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার সফল আত্মকর্মী জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনের লেয়ার মুরগির খামার

১২ আগস্ট ২০২৪ পিরোজপুর জেলায় আন্তর্জাতিক যুবদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

যশোর জেলায় যুব সংগঠন ও সফল আত্মকর্মীর প্রকল্প পরিদর্শন করছেন জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন) (যুগ্মসচিব), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২ আগস্ট ২০২৪ ফেনী জেলায় আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রকল্প গ্রহণকারী যুব'র মাঝে যুব ঋণের চেক প্রদান করছেন থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গুলশান ইউনিট থানা,ঢাকা

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

USAID Bijoyee project উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং USAID Bijoyee project এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত আছেন

বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করছেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান,
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ সামগ্রির প্যাকেটজাত কর্মসূচিতে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

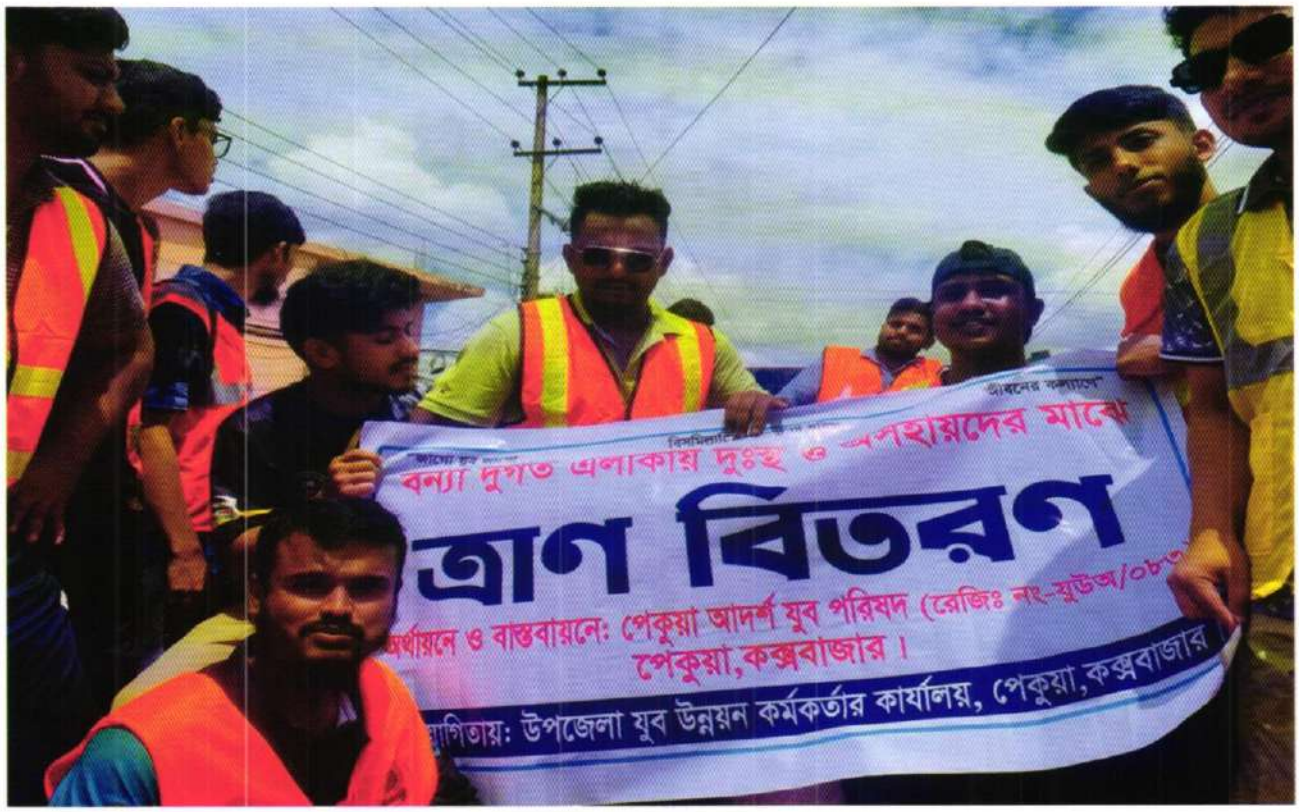

বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ

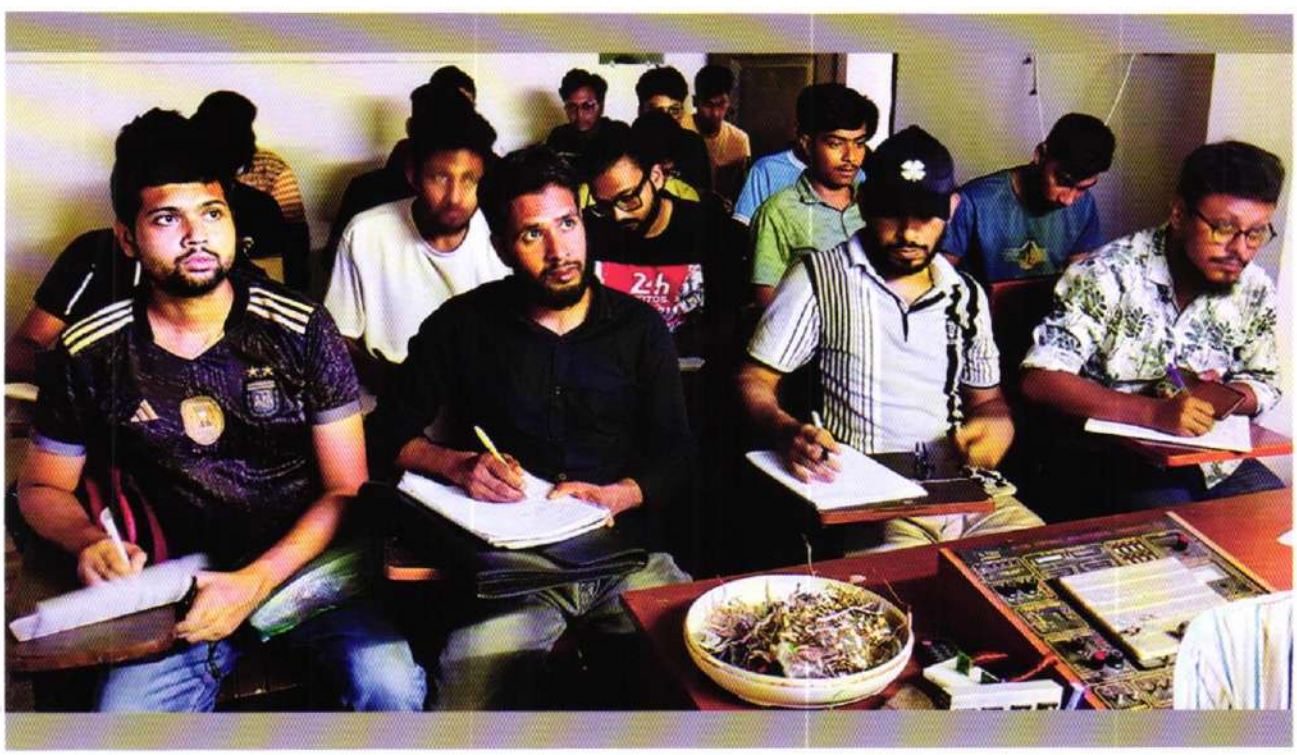

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ইলেকট্রনিকস প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে লাইসেন্স ও ভাতা বিতরণ করছেন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. গোলাম মোঃ ফারুক।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
Department of Youth Development
Ministry of Youth & Sports
Website - www.dyd.gov.bd